هو المستعان

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

)(০০০ ☆)(০০০)(☐ ০০০)(

বাগমারির ফকিরের ধোকাভঞ্জন।

বর্ত্তমানে বেদাতি দলের যেরূপ বাড়াবাড়ি হইয়াছে, তাহাতে হজরতের ভবিষ্যদ্বাণীর স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে।

হজরত নবি (সাঃ) শেষ যুগে একদল প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী লোকের আবির্ভাব হওয়ার কথা বলিয়াছেন, অবিকল তাহাই ঘটিয়াছে।

এক্ষণে তরিকতে রসুল রাহে হক নামক একখানি পুস্তক দেখিয়া অবাক্ হইলাম, বাগমারী নিবাসী আলিমদ্দিন শাহ্ নামক একজন অপরিচিত লোক কোরাণ ও হাদিছ ধ্বংস করার বাসনায় উক্ত বাতীল পুস্তক রচনা করিয়াছে, লেখক নগণ্য হইয়াও একজন দেশমান্য আলেমকুলের শিরোমণি এবং তাপসকুলের গৌরব রত্নের উপর অযথা দোষারোপ করিয়া নিজের ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছে। লেখকের বিদ্যার দৌড় এত যে, কতকগুলি জাল বা অমূলক হাদিস লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে।

১। লেখক এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায়—

لولاک لما خلقت الافلاک

এই কথাটি হাদিস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মোল্লা আলি কারী "মওজুয়াতে কবির" গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قال الصغاني انه موضوع كذا في الخلاصة ★

ছানয়ানি বলিয়াছেন যে, উক্ত হাদিসটি জাল।

ফাতাওয়ায় আজিজি, ১/১২২ পৃঃ ;—

حديث لولاك لما خلقت الا فلاك درهيچ كتاب بنظر نيامدا ★

উক্ত হাদিস 'লাওলাকা লামা খালাকতোল আফ্‌লাক' কোন কেতাবে দেখি নাই।

ফাতাওয়ায় এমদাদিয়া, ৪/১৯ পৃঃ ;—

"এই উল্লিখিত হাদিসটি কোন কোন কেতাবে দেখি নাই, ইহা স্পষ্ট জাল বলিয়া অনুমিত হয়।"

তিনি ৫ পৃষ্ঠায় এই কথাটি হাদিস বলিয়া লিখিয়াছেন ;—

من عرف نفسه فقد عرف ربه ✪

কিন্তু এমাম ছাখাবি 'মাকাছেদে হাসানার' ১৭৮ পৃষ্ঠায় ও মোল্লা আলি কারী 'মওজুয়াতে কবির' গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قال ابن تيمية موضوع و قال السمعاني انه لا يعرف مرفوعا وقال النووي انه ليس بثابت عن رسول الله صلعم

"এবনে তায়মিয়া বলিয়াছেন, উহা জাল হাদিস, ছামআনি বলিয়াছেন, উহা হজরত নবি (সাঃ) এর কথিত হাদিস বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। নাবাবি বলেন, উহা হজরত নবি (আঃ) হইতে প্রমাণিত হয় নাই।"

তিনি উক্ত পুস্তকের ৬ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত কথাটি হাদিস বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন,—

من لا شيخ له فشيخه الشيطان ★

"যাহার পীর নাই, তাহার পীর শয়তান।"

কিন্তু লেখক ইহা কোন্ বিশ্বাসযোগ্য হাদিসে দেখিয়াছেন? ইহার সনদ কি? যতক্ষণ তিনি এই হাদিসের সনদ পেশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ উহা জাল হাদিস বলিয়া গণ্য হইবে।

২। লেখকের বিদ্যার পরিমাণ এত যে, তিনি আরবি ভাষা ঠিক করিয়া লিখিতে পারেন না, তিনি উক্ত পুস্তকের ২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :— الا و لياء لا يموت

"অলিগণ মরেন না।"

যে ব্যক্তি আরবী নহোমির পাঠ করিয়াছে, সেও বলিতে পারে যে, উক্ত এবারতের لا يموت শব্দ ভ্রমাত্মক, প্রকৃত পক্ষে এইরূপ এবারত ঠিক হইবে, الا و لياء لا يموتون ইহা শব্দের হিসাবে বলা হইল, কিন্তু এই শব্দগুলি কোরাণও নহে এবং হাদিসও নহে।

কোরাণ শরিফে আছে :—

انك ميت و انهم ميتون ✪

"নিশ্চয় তুমি (হে মোহাম্মদ) মৃত এবং নিশ্চয় তোমার তাঁহারাও (প্রাচীন নবিগণও) মৃত।"

লেখকের দাবিকৃত কথাটী এই আয়তের খেলাফ হইল কিনা?

লেখক উহার ৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, — كل مسلمين اخوات

"প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই।" এস্থলে اخوات শব্দ হইতে পারে না, বরং اخوة শব্দ হইবে।

লেখকের ফার্সি জ্ঞান এতদূর যে, তিনি মাওলানা রুমের বয়েতের অর্থ ঠিক করিয়া লিখিতে পারেন নাই।

তিনি উহার ৬ পৃষ্ঠায় মসনবির مولوى گشتى এই এবারতের অনুবাদ লিখিয়াছেন,— اى مولوى گهومتا هے

"হে মৌলবি! ভ্রমণ করিতেছ।" এস্থলে এইরূপ অনুবাদ হইবে, مولوى هوا تو তুমি মৌলবি হইয়াছ।"

যিনি একছত্র ফার্সি এবারতের শুদ্ধ অনুবাদ করিতে পারিলেন

না, তিনিই আবার একজন মহা প্রবীণ বিদ্বানের দোষ ধরিতে যান, ইহাও পৃথিবীর দশম আশ্চর্য্য।

লেখক উহার ৪ পৃষ্ঠায় একটি আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন :—

"তোমরা আমার বন্ধুদের নিকট জিজ্ঞাসা কর।" এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—"তোমরা আহলে জেকরকে (এমাম মোজতাহেদকে) জিজ্ঞাসা কর।" 'আমার বন্ধুদের নিকট, কথাটি জাল, লেখক কোরাণ শরিফের তফসির করিতে গিয়া তহ্‌রিফ করিয়াছেন, ইহা কোন আলেমের কার্য্য নহে, এরূপ লোক দরবেশী দাবি করে, দরবেশীর অর্থ কি ধোকাবাজি?

৩। লেখক উক্ত পুস্তকের শিরোনামায় একটি আয়ত লিখিয়াছেন কিন্তু উহার আকার একার দেখিলে বুঝা যায় যে, তিনি আলেফ লাম পারা ব্যতীত আর কিছু পড়েন নাই।

তিনি প্রথমে দুইটী বয়েত লিখিয়াছেন, প্রথম বয়ত এই,—

يا علي بر من در دانش كشا - موم كن سنگ دلم بهر خدا

"হে আলি! আমার উপর জ্ঞানের দ্বার খুলিয়া দাও, খোদার ওয়াস্তে আমার পাথর দেল মোম (নরম) করিয়া দাও।"

লেখক এই প্রথম এবারতে হজরত আলি (রাঃ) কে মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী ধারণা করিয়া তাঁহার নিকট এল্‌ম ও জ্ঞান চাহিয়াছেন।

কোরাণ ও হাদিসে আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্যকে মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী ধারণা করাকে শেরক কাফেরী বলা হইয়াছে।

শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলবী তফসীরে আজিজির প্রথম পারার ১২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و ازانجمله اند كسانيكه در دفع بلاها ديگرانرا ميخوانند و همچنين در تحصيل منافع بديگران رجوع بنمايند به استقلال *

"একদল মোশরেক বিপদ সমূহ মোচনের জন্য অন্যদিগকে ডাকিয়া

থাকে, এইরূপ উপকার সাধন উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষভাবে অন্যের দিকে রুজু করা (শেরেক)।"

শাহ্ অলিউল্লাহ্ দেহলবী সাহেব ফওজোল কবির গ্রন্থের ৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

شرک آنست که غیر خدا را صفات مختصۀ خدا اثبات نماید مثل تصرف در عالم باراده *

"শেরকের অর্থ এই যে, খোদাতায়ালার খাস ছেফাতগুলি অন্যের জন্য সাব্যস্ত করা, যথা—(নিজ) এরাদা অনুযায়ী পৃথিবীর কার্য্য পরিচালনা করা ইত্যাদি।"

শাহ রফিউদ্দিন সাহেব রেছালায়ে নজুরের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

و نیز قضای حاجت باستقلال از کسی خواستن واو را مالک نفع و ضرر خود اعتقاد کردن نوعی از شرک اکبر بصورت است *

"কাহারও নিকট প্রত্যক্ষভাবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে যাচ্ঞা করা, এবং তাহাকে হিতাহিতের কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাসকরা স্পষ্টবড় শেরক।"

কাজি ছানাউল্লা পানিপতি 'এশরাদেত্তালেবিন' গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:

মৃত আওলিয়া ও নবিগণের নিকট দোওয়া চাওয়া জায়েজ নহে, (জনাব) রসুলে খোদা (সাঃ) বলিয়ছেন, দোওয়া এবাদত, তৎপরে তিনি এই আয়ত পাঠ করিলেন, তোমাদের প্রতিপালক বলিয়াছেন, তোমরা আমার নিকট দোয়া কর, আমি তোমাদেরজন্য কবুল করিব।

আরও কোরাণে আছে,-"যাহারা আমার এবাদত হইতে এনকার করে, অচিরে তাহারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।"

নিরক্ষর ব্যক্তিরা বলিয়া থাকে, হে শায়েখ আবদুল কাদের জিলানি কিম্বা খাজা শামছদ্দিন পানিপতি (আমাকে) আল্লাহতায়ালার জন্য কিছু দাও, জায়েজ নহে, শেরক ও কাফেরী হইবে।

আরও খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "যাহারা আল্লাহ, ব্যতীত অন্যের নিকট দোয়া চাহে, তাহারা তোমাদের ন্যায় বান্দা।" তাহাদের কি ক্ষমতা আছে যে কাহারও মতলব পুর্ণ করে।"

লেখক উপরোক্ত দলীল সমূহ অনুযায়ী কেন কাফের হইবেন না ? পাঠক, যে লেখক প্রথম ছত্রেই কাফেরি ও মোশরেকি মত প্রচার করিয়াছেন, নিরক্ষর লোকদিগকে তাহার কেতাব পাঠ করা একেবারে নাজায়েজ।

৪। লেখক প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

ফুরফুরার (পীর জনাব হুজরত) মাওলানা আবুবকর সাহেব বলিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি রসুলোল্লাহ (সাঃ) কে হাজের নাজের জানিবে, কাফের হইবে, ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি হজরতের হায়াতের কথা মান্য করেন না, এজন্য দীনের এনকারকারী হইলেন।

উত্তর।

নবিগণ, ওলিগন বরং প্রত্যেক ইমানদার বা কাফের গোরে জীবিত থাকেন।

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী ফাতাওয়ায়-আজিজির ১০৩/১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

মৃত্যুর পরে রুহ সকল ফানা হয় না, বরং, শরির হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাধারণ লোকদের রুহ এক প্রকার স্থায়ী থাকে, শহিদগণের রুহ ইহা সত্বেও অধিক নেকি লাভ করিতে থাকে এবং জীবিকা লাভে সমর্থ হয়। পয়গম্বরগণের উপর উম্মতের অবস্থা প্রকাশ করা হয়। তাঁহারা উম্মতের কার্য্য সংশোধনের জন্য চিন্তা করেন, ইহা জীবনের বিশেষ লক্ষন। অবশ্য কতক অবস্থা অবগত হওয়া, সুখ-সম্ভোগ ও কষ্ট অনুভব করা প্রত্যেক রুহের পক্ষে অপরিহার্য্য বিষয়, ইমানদার ও কাফের প্রত্যেক রুহের পক্ষে এই অবস্থাটি বর্ত্তমান থাকিবে।"

সহিহ, বোখারিতে আছে,—

"হজরত বলিয়াছেন, মৃত ব্যক্তি জীবিতদের জুতার শব্দ শুনিতে পায়

হজরত এবনে ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত নবি করিম (সাঃ) বদর কূপে নিপাতিত লোকদের নিকট পঁহুছিয়া বলিলেন, খোদা-তায়ালা তোমাদিগকে যে (শাস্তির) সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা সত্যই পাইয়াছ? লোকে হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি মৃতদিগকে ডাকিতেছেন? তদুত্তরে হুজুর বলিলেন, তোমরা তাহাদের অপেক্ষা বেশী শুনিতে পাও না, কিন্তু তাহারা উত্তর দিতে পারে না।"

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, প্রত্যেক ঈমানদার ও কাফেরের রুহ গোরে জীবিত থাকে।

নবিগণ গোরে জীবিত থাকিলে, তাঁহারা যে প্রত্যেক স্থানে হাজের নাজের থাকিবেন, ইহার প্রমাণ কি?

শহিদগণ জীবিত আছেন, তাঁহারা কি প্রত্যেক স্থানে হাজের নাজের হইবেন?

শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী (রঃ) তফসিরে আজিজির ১৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

শেরকের বিস্তারিত বিবরণ, চতুর্থ প্রকার শেরক,—চতুর্থ পীর পরস্তগণ বলিয়া থাকে যে, বোজর্গ ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রম ও সাধ্য সাধনায় আল্লাহ তায়ালার নিকট বাক্‌সিদ্ধ (মকবুলোদ্দোয়া) এবং শাফায়াতের যোগ্য হইয়া থাকেন, যখন তিনি এই পৃথিবী ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার রুহের মহা ক্ষমতা ও অতিরিক্ত প্রসারতা লাভ হয়। যে ব্যক্তি তাঁহার রূপ ধেয়ান করে, তাঁহার উপবেশন, উত্থান স্থান কিম্বা গোরে সেজদা ও পূর্ণ নম্রতা করে, উক্ত পীর হৃদয়ের প্রসারতা ও (দেহ হইতে) মুক্ত হওয়ার জন্য উক্ত অবস্থা অবগত হন এবং দুনইয়া ও বেহেশতে তাহার সম্বন্ধে সুপারিশ করেন।

কওলোল জমিল, ৩৪ পৃঃ ;—

আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে বিপদ উদ্ধারকর্ত্তা জানা এই জন্য নিষিদ্ধ যে, মদদ করা তিনটি ছেফাতের (গুণের) উপর নির্ভর করে, প্রথম এল্‌ম, দ্বিতীয় কুদরত, তৃতীয় রহমত ; কেননা যে ব্যক্তি অন্যের মতলব অবগত না হয়, সে ব্যক্তি কিরূপে অন্যের সাহায্য করিবে, আর যদি (উহা) অবগত হইতেও পারে, কিন্তু কোদরত (ক্ষমতা) না রাখে, তবে কিরূপে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে ? আর যদি এল্‌ম ও কোদরত উভয় থাকে, কিন্তু রহমৎ (দয়া অনুগ্রহ) না থাকে, তবে কিরূপে সাহায্য প্রকাশ হইবে। কিন্তু উক্ত তিনটি বিষয় খাস খোদাতায়ালার ছেফাত, এই জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট মদদ (বিপদ উদ্ধার ও মতলব পূর্ণ) চাওয়া জায়েজ নহে। কোন গোর পূজাকরী বলিয়া থাকে যে, আল্লাহতায়ালা অলিগণকে এল্‌ম ও কোদরৎ দান করিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের নিকট মদদ (বিপদ উদ্ধার বা মতলব পূর্ণ) চাওয়া নিষিদ্ধ হইবে কেন ? ইহার উত্তর এই যে, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কোরাণ, হাদিস কিম্বা উম্মতের এজমা হইতে প্রমাণ কর যে, অলিগণের এল্‌ম এরূপ সর্ব্বব্যাপী যে, তাঁহাদের নিকট দূর, নিকট, হাজের ও গায়েব সমান এবং প্রত্যেক নিমিষে সমস্ত পৃথিবীর (লোকের) মনোবাঞ্ছা অবগত থাকেন এবং বিপদ মোচনের (মুশকিল কোশাইর) ক্ষমতা রাখেন, মূল কথা এইরূপ (দাবি) প্রমাণ করা সম্ভবপর নহে, কাজেই বাতীল তর্ককারিদের কথা ভ্রূক্ষেপ করার যোগ্য নহে।"

মাওলানা ইসহাক দেহলবী মেয়াতোল-মাছায়েল কেতাবের ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

২ প্রশ্ন।

যদি পূর্ব্বাদেশবাসিগণ বলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ, ইয়া আওলিয়া-

শুল্লাহ কিম্বা পশ্চিম দেশবাসিগণ বলেন, ইয়ারসুলাল্লাহ তবে কি হইবে ?

উত্তর।

যদি কেহ দরুদ ও ছালাম পৌছাইবার জন্য ইয়ারসুলাল্লাহ বলে, তবে জায়েজ হইবে।

যদি কেহ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সম্বন্ধে ধারণা করে যে, যে সময় আমি (তাহাকে) ডাকি, তিনি শুনিতে পান কিম্বা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখেন কিম্বা দুনইয়ার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, অথবা আল্লাহতায়ালার কার্য্য পরিচালনায় অংশীদার আছেন, তবে ইহাতে আল্লাহতায়ালার শরিক করা হইবে, ইহা বাতীল করার উদ্দেশ্যে পয়গম্বরে খোদা (সাঃ) প্রেরিত হইয়াছেন। কাহাকেও গায়েবি এলমে মোতলাক কোদরতে (পূর্ণ ক্ষমতাতে) এবং দুন-ইয়ার কার্য্য পরিচালনার সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালার সহিত শরিক করা চাই না, আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে এইরূপ ডাকা কোফর ও শেরক। কোরাণের আয়ত, হাদিস ও ফেকহের রেওয়াএত ইহার প্রমাণ। আল্লাহ বলিয়াছেন, বলুন (মোহাম্মদ) আল্লাহ ব্যতীত যে কেহ আসমান সমূহ ও জমিনে আছে গায়েব জানে না এবং তাহারা কোন্ সময় জীবিত হইবেন, তাহা তাহারা ও অবগত নহেন।

আল্লাহ বলিয়াছেন, কোন্ ব্যক্তি উক্ত লোক অপেক্ষা অধিকতর গোমরাহ (ভ্রান্ত) যে আল্লাহ ব্যতীত এরূপ ব্যক্তির নিকট দোওয়া চাহে যে, সে কেয়ামত অবধি তাহার উত্তর দিবে না এবং তাহারা ইহাদের দোওয়া সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ (বে-খবর) থাকিবে। তুমি আল্লাহ ব্যতীত এরূপ বস্তুর নিকট দোওয়া করিও না যে তোমার লাভ করিতে পারে না এবং ক্ষতি করিতে পারে না যদি তুমি এরূপ কার্য্য কর, তবে তুমি নিশ্চয় অত্যাচারিদের অন্তর্গত হইবে।”

মাওলানা আবদুল হাই লাখনবী 'মজমুয়া ফাতাওয়ার' ১ম খণ্ডে (৩২৭।৩২৮) পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

প্রশ্ন।

আপনারা এ বিষয়ে কি বলেন, এই দেশের সাধারণ লোকদের স্বভাব এইরূপ হইয়াছে যে তাহারা বিপদ কালে দূর পথ হইতে নবিগণ কিম্বা বোজর্গ অলিগণকে মদদ চাওয়ার উদ্দেশ্যে ডাকে এবং ধারণা করে যে, তাঁহারা সমস্ত সময় হাজের নাজের, যে সময় আমরা তাহাদিগকে ডাকি, তাহারা অবগত হইয়া মতলব পূর্ণ করার জন্য দোয়া করেন, ইহা জায়েজ কি না ?

উত্তর।

উপরোক্ত কার্য্যটি হারাম, বরং স্পষ্ট শেরক, কেননা ইহাতে আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্যের এলমে গায়েব জানার প্রতি বিশ্বাস করা হয়, এইরূপ বিশ্বাস স্পষ্ট শেরক। শরিয়তে শেরকের অর্থ এই যে খোদার জাত, কিম্বা তাঁহার খাস সেফাতে অথবা এবাদতে অন্যকে তাঁহার সহিত শরিক করা, এলমে গায়েব খোদার খাস ছেফাত।

ফেক্‌হে আকবরের টীকায় আছে, (হজরত) নবি (আঃ) গায়েবে (জাতি) জানেন, এইরূপ বিশ্বাস করিলে, হানাফিগণ তাহার কাফের হওয়া স্পষ্ট ফতওয়া দিয়াছেন, উপরোক্ত (গায়েব জানার) ধারণা কোরাণ শরিফের আয়তের খেলাফ।

বাজ্জাজিয়া গ্রন্থে আছে, আমাদের আলেমগণ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বলে যে পীরগণের রুহ হাজের, (লোকের) অবস্থা জানেন, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।"

এইরূপ উক্ত ফাতওয়ার ৩৬১ পৃষ্ঠায় ও তৃতীয় খণ্ডের ৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

আরও দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ; "যদি কেহ বিশ্বাস করে যে, গওছে আজমের এরূপ ক্ষমতা আছে যে, যদি কেহ কোন স্থান হইতে তাঁহাকে ডাকে, তবে তিনি উহা শুনিতে পান এবং তাহার অবস্থার দিকে লক্ষ্য করেন, তবে এই আকিদা কিরূপ ?

উত্তর।

"এই আকিদা মোসলমানগণের আকিদার খেলাফ বরং ইহা শেরক, প্রত্যেকের শব্দ প্রত্যেক স্থান হইতে প্রত্যেক সময় শুনা খাস খোদাতায়ালার সেফাত, কোন বান্দার মধ্যে এই সেফাত নাই।"

উপরোক্ত অকাট্য দলীল সমূহে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, এই পুস্তকের বেদাতি লেখক নেজামি শাহ নিজেই কাফেরি আকিদা ও মোশরেকি মত ধারণা করেন। তিনি এইরূপ বাতীল মত প্রচার করিয়া কত শত নিরক্ষরদের ইমানকে সমূলে ধ্বংস করিয়াছেন। হজরত রেসালত মায়াব (আঃ) এইরূপ কাফেরি মত লোপ করার জন্য প্রেরিত (মবউছ) হইয়াছিলেন।

হাদিয়ে বাঙ্গালা কোৎবোজ্জামান গওছে দওরান জনাব হজরত মাওলানা পীর শাহ মোহম্মদ আবুবকর সাহেব ইসলামের সেই সত্য মত প্রচার করিয়া ইসলামের মহা উপকার সাধন করিয়াছেন। বেদয়াতি ফকিরদের অন্তরকে তাঁহার এই বজ্র সমান সত্য পথ প্রদর্শন দগ্ধীভূত করিয়া ফেলিতেছি, এজন্য তাহারা ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার উপর অযথা দোষারোপ করিয়া নিজেদের অন্তর্দাহ মিটাইতেছে।

يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو كره الكافرون ●

৫। লেখক উক্ত পুস্তকের ১ পৃষ্ঠায় একটি হাদিসের অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাকে দেখিয়াছে, সে ব্যক্তি হক্‌কে (খোদাকে) দেখিয়াছে।"

লেখক উক্ত হাদিসের জাল অনুবাদ করিয়াছেন, আশেয়াতোল-লাময়াতের তৃতীয় খণ্ডে (৬৮২ পৃষ্ঠায়) ও মেরকাতের ৪র্থ খণ্ডে ৫৩৬/৫৩৮ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসের এইরূপ মর্ম্ম লিখিত আছে, যে ব্যক্তি আমাকে দেখিয়াছে, সত্য সত্যই আমাকে দেখিয়াছে।

লেখকের অনুবাদে বুঝা যাইতেছে যে, হজরতকে দেখিলে, খোদাতায়ালাকে দেখা হইবে, খোদাতায়ালা হাজের নাজের, কাজেই হজরতও হাজের নাজের। ইহাতে তিনি হিন্দুদের ন্যায় হজরতকে খোদার অবতার বুঝিয়াছেন, কোন আলেম এইরূপ কাফেরি মত ধারণ করিতে পারেন না।

হজরত (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখিলে, তাঁহার হাজের নাজের হওয়া প্রমাণিত হয় না। লোকে স্বপ্নযোগে মক্কা ও মদিনা শরিফকে দেখিয়া থাকে, তাহাতে কি মক্কা ও মদিনা শরিফ হাজের নাজের হইবে ? মধ্যবর্ত্তী পর্দ্দা উঠিয়া যাওয়ায় লোকে স্বপ্নের বা কাশফের দ্বারায় দূরস্থিত বস্তু দেখিতে পায়।

জনাব হজরত নবি (সাঃ) সূর্য্য গ্রহণের সময় বেহেশত, দোজখ দেখিয়াছিলেন, মেশকাত ১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হজরত ওমার (রাঃ) মদিনা শরিফের মছজিদে খোৎবা পাঠ কালে বিদেশের ছারিয়া নামক সেনাপতির যুদ্ধের অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন, মেশকাত, ৫৪৬ পৃষ্ঠা। ইহাতে কি বেহেশত, দোজখ ও নাহাওয়ান্দ শহর হাজের ও নাজের হইবে ?

লেখকের লেখায় বুঝা যায় যে, হজরত (সাঃ) কে হাজের নাজের না জানিলে তাঁহার রেসালাত অস্বীকার করা হয়, এজন্য মরদুদ লাওমতি হইতে হয়, কিন্তু রেছালতের অর্থ কি হাজের নাজের জানা যে, তাঁহাকে হাজের নাজের না জানিলে তাঁহার রেছালাত স্বীকার করা হইবে না ?

অন্যান্য পয়গম্বরগণকে লেখক হাজের নাজের জানেন না, ইহাতে কি তাহাদের রেছালত অস্বীকার করা হইবে ? উপরোক্ত বিবরণে প্রমানিত হয় যে, যে ব্যক্তি হজরত (সাঃ) কে হাজের নাজের জানে, সে ব্যক্তি মরদুদ ও উম্মত হইতে খারিজ হইবে।

৬। লেখক উহার ২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ,—

"ফুরফুরার (জনাব হজরত মাওলানা পীর ছাহেবের) মত এই যে: অলিগণ মৃত, তাঁহাদের গোরে প্রদীপ জ্বালান এবং গোর জিয়ারত হারাম। ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি অলিগণের জীবিত থাকার কথা অমান্য করেন। যখন নবি ও অলিগণ জীবিত, তখন তাহাদের ওরছ করা এবং বোজর্গগণের কবরে প্রদীপ জ্বালান জায়েজ ।"

উত্তর।

জনাব মোজাদ্দেদে জামান মাওলানা পীর সাহেব বলেন যে, নবিগণ, অলিগণ, বরং প্রত্যেক মানুষ গোরে জীবিত থাকেন, নবি, অলি ও প্রত্যেক মুসলমানের কবর জিয়ারত করা ছওয়াবের কার্য্য, তবে তিনি অকারণে কবরে প্রদীপ জ্বালান নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। ইহা বেদয়াতি ফকিরদল ব্যতীত সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন

মেশকাতের ৭১ পৃষ্ঠায় আবুদাউদ, তেরমজি ও নাসায়ি হইতে হজরতের এই হাদিসটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

و المتخذين عليها المساجد و السرج *

"যাহারা কবরের উপর মসজিদ এবং প্রদীপ স্থাপন করে, (হজরত) তাহাদের উপর লানত দিয়াছেন।"

মেরকাত, ১।৪৭ পৃষ্ঠা :—

"কবরে প্রদীপ জ্বালান এই জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে যে, ইহাতে অর্থ নষ্ট করা হয়, কেননা প্রদীপে কাহারও কোন উপকার হয় না, দ্বিতীয় ইহা জাহান্নামের লক্ষণ, তৃতীয় কবরের সম্মান করা হইতে বিরত রাখার জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, যেরূপ কবরকে মসজেদ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।"

আশেয়াতোল্লামায়াত, ১।৩৬৩ পৃষ্ঠা :—

"রসুলে খোদা (সাঃ) উক্ত ব্যক্তিদের উপর লানত দিয়াছেন যাহারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে, আরও তিনি উক্ত ব্যক্তিদের উপর (লানত করিয়াছেন) যাহারা কবরের উপর উহার সম্মানের জন্য প্রদীপ স্থাপন করে, এবং সম্যক বিদ্বানের মতে সম্মানের জন্য না হইলেও অপব্যয় ও অর্থ নষ্ট করার হেতু হারাম হইবে। কেহ কেহ বলেন, যদি মনুষ্যের গমনাগমনের জন্য প্রদীপ স্থাপন করা হয়, কিম্বা প্রদীপের আলোকে কোন কার্য্য করা হয়, তবে জায়েজ হইবে, এই অবস্থায় কবরের জন্য প্রদীপ জ্বালান হইল না, উহাতে গোরে আলোক করা উদ্দেশ্য নহে।"

মূল কথা কবরের সম্মানের জন্য অথবা অপব্যয়ের জন্য কবরে প্রদীপ জ্বালান হারাম, হজরত রসুলোল্লাহ (সাঃ) ইহার জন্য লানত দিয়াছেন, এক্ষণে চেরাগ জ্বালান রসুলের পথ বা সত্য মত হইল, না নিষেধ করা রসুলের পথ হইল ? উপরোক্ত বিবরণে মুরসুরার হজরত কোৎবোল-আলমের মত রসুলের পথ ও বাগমারির চিশ্‌তী নামধারী ফকিরের মত শয়তানের পথ হওয়া প্রমাণিত হইল।

কবরে চেরাগ স্থাপন না করিলে যে অলিগণের মৃত হওয়া মানিয়া লইতে হইবে, ইহা পাগলের প্রলাপোক্তি নহে কি ?

প্রত্যেক ইমানদার ও কাফের গোরে জীবিত থাকে, এক্ষেত্রে তাহাদের কবরে কি আলোক দিতে হইবে ? অলিগণ গোরে জীবিত থাকিয়া কি দুনইয়ার কাজ কর্ম্ম করেন যে, চেরাগ না জ্বালাইলে তাহাদের কাজ কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যাইবে ? এইরূপ বাতীল মত প্রচার করা কি ধোকাবাজি নহে ?

ওরছের সম্বন্ধে ফুরফুরার হজরতের মত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে ;—

ফাতাওয়ায় আজিজি, ১ম খণ্ড ৩৮ পৃষ্ঠা :—

"বৎসরের পরে একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া গোরের নিকট গমন করা তিন প্রকার হইতে পারে। প্রথম এই যে, বিনা বহু লোকের একত্র সমাবেশে দুই একটি লোক একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া কেবল জিয়ারত ও এস্তেগফারের জন্য লোকের নিকট গমন করেন, এতটুকু হাদিসে প্রমাণিত হইয়াছে। তফসিরে দোরে মুনছুরে বর্ণিত আছে যে, জনাব নবি (সাঃ) প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে কবরস্থানে গমন করিতেন এবং গোরবাসিদের গোণাহ মার্জ্জনারজন্য দোয়া করিতেন, এতটুকু সাব্যস্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ একত্রভাবে বহু লোক সমবেত হয়েন, কোরাণ শরিফ খতম করেন এবং মিষ্টান্ন কিম্বা খাদ্য সামগ্রীর ছওয়াব বেছানি করিয়া সমাগত লোকদিগের মধ্যে বন্টন করেন। এই কার্য্য হজরত পয়গম্বর (সাঃ) ও সত্য পরায়ণ খলিফাগণের সময় অনুষ্ঠিত হইত না, যদি কেহ এইরূপ কার্য্য করে, তবে কোন ভয় নাই, কেননা এই প্রকার কার্য্যে কোন দোষ নাই, বরং জীবিতেরা মৃতেরা ইহাতে ফলবান হইয়া থাকে।

তৃতীয় গোরের নিকট এইভাবে সমবেত হওয়া, যে লোক সকল একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া গৌরব বর্দ্ধক ও মুল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ঈদের দিবসের ন্যায় আনন্দিত অবস্থায় গোর সমূহের নিকট সমবেত হয়েন, নর্ত্তন, কুর্দ্দন, বাদ্য কবর সমূহ ছেজদা

ও তওয়াফ করার তুল্য অন্যান্য নিষিদ্ধ বেদাত করেন, এই প্রকার কার্য্য হারাম ও নিষিদ্ধ বরং ইহার মধ্যে কতক কার্য্য কাফেরিতে পরিণত করে। ইহাই মিম্নোক্ত দুইটি হাদিসের মর্ম্ম। তোমারা আমার গোরকে ঈদ স্থির করিও না। হে খোদা, তুমি আমার গোরকে পুজিত প্রতিমা করিও না।"

লেখক ওরছের সময় গীতবাদ্য ইত্যাদি বেদায়াত হারাম কার্য্য করিয়া হজরতের তরিকা হইতে খারিজ হইয়া গেলেন।

৭। লেখক উক্ত পুস্তকের ২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"বোজর্গগণের ওরছে ছেমার মজলিশ করা জায়েজ, এহইয়াওল-উলুমের টিকা মাজাকোল আরেফিন ও একছিরে হেদাএতে ইহার প্রমাণ আছে। হজরত রছুলোল্লাহ (সা:) এর জামানা হইতে রাগিনী সহ না'তিয়া গজল পাঠ জায়েজ, হজরত নিজে শুনিয়াছেন, এখানে বাঙ্গালার মৌলবি কাওয়ালির মজলিশ দেখিলে তাহার শরীরে অগ্নি লাগে এবং হারাম হারাম বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন।"

উত্তর।

তফসিরে আহমদী, ৬০৩/৬০৪ পৃষ্ঠা ;—

সাহাবাগণ গীত হারাম বলিতেন, তাবেয়িগণ ও তাবা তাবায়িগণ উহা হারাম বলিতেন, চারি এমাম উহা মন্দ জানিতেন, এইরূপ বহু এমাম একবাক্যে উহা হারাম বলিয়াছেন, এমন কি ৭৫ জন মোজতাহেদ (এমাম) উহা হারাম বলিয়াছেন। শরিয়তের অধিকসংখ্যক বিদ্বান্ একবাক্যে উহার হারাম হওয়া সমর্থন করিয়াছেন।

মাওলানা ইসহক দেহলবী 'মেয়াতোল মাসায়েল' পুস্তকের ২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"সুলতান কুৎবোদ্দিনের সময় সুলতানোল-মাসায়েখ (নেজামদ্দিন আওলিয়ার) সাক্ষাতে সেই জামানার বিদ্বান্গণের এজমাতে

দেহলীতে ছেমা, নর্ত্তন কুর্দ্দন হারাম হওয়ার সম্বন্ধে এবং ছেমাকারী ও নর্ত্তন কুর্দ্দনকারীকে তাড়না ও নিষেধ করা সম্বন্ধে যে ফৎওয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা হইতেছে ;—

দীনের আলেমগণ এবিষয়ে কি বলেন যে, যে মজলিশে এই জামানার ফকিরদের ছেমা হইয়া থাকে এবং তথায় বৃদ্ধ যুবক, নেশাখোর আত্মাভিমানি কাওয়ালি খাঁ সকল উপস্থিত হয়, ইহা ক্রীড়া কৌতুকের মজলিশ হইবে কিনা ?

উত্তর

বিদ্বান্‌গণ একবাক্যে বলিলেন, হাঁ, হাঁ, উহা ক্রীড়া, কৌতুকের স্থান।

২য় প্রশ্ন।

যখন উহা ক্রীড়া কৌতুকের স্থান হইল, তখন উহা নিষেধ করা ওয়াজেব হইবে কিনা এবং হারাম হইবে কিনা ?

উত্তর।

সমস্ত আলেমের মতে উহা নিষেধ যোগ্য ও হারাম হইবে।

৩য় প্রশ্ন।

যখন উহা নিষেধ করা ওয়াজেব এবং উহা করা হারাম হইল, তখন যে লোকেরা উহাকে নিজেদের স্বভাব করিয়া লইয়াছে, উহার উপর জেদ করে এবং উহা হইতে বিরত না থাকে এবং প্রকাশ করে যে, লোকে বড় বড় শহরে এইরূপ করিয়া থাকে কিম্বা বলে

যে, অমুক অমুক প্রাচীন পীর ইহা করিয়াছিলেন, আমরাও করিব, তাহাদের কথা দলীল হইবে কিনা? এই কার্য্য হারামের গণ্ডি হইতে বাহির হইবে কিনা? এই লোকগুলি নির্দ্দোষ হইবে কিনা?

উত্তর।

বিদ্বানগণ বলিলেন, তাহাদের কথা দলীল হইবে না, উক্ত কার্য্য হারামের গণ্ডি হইতে খারিজ হইতে পারেনা এবং উক্ত লোকগুলির আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

৪র্থ প্রশ্ন।

যখন তাহাদের কথা দলীল হইল না, তাহাদের আপত্তি গ্রাহ্য হইল না এবং উক্ত কার্য্য হারামের গণ্ডি হইতে খারিজ হইল না, ইহা স্বত্বেও যদি ইহাদের এই কার্য্য মুসলমানগণের শহরগুলিতে এরূপ প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে যে, সমস্ত শহরের ছোট বড় সকলে তাহাদের কথা ও কার্য্যে রাজি হইয়া যায় এবং সাধারণ মুসলমানগণ উক্ত কার্য্য নিজেদের পেশা ও স্বভাব করিয়া লয়, তবে কাজি ও বাদশাহের পক্ষে তাহাদিগকে নিষেধ ও তাড়ানা করা ওয়াজেব হইবে কিনা?

উত্তর।

বিদ্বানগণ বলিলেন, হুঁা, ওয়াজেব হইবে।

৫ম প্রশ্ন।

যদি সমস্ত শহরবাসি সৎকার্য্য করিতে হুকুম না করিয়া

(তাহাদিগকে) ঐ অবস্থায় ত্যাগ করেন এবং মন্দ কার্য্য করিতে নিষেধ না করেন, তবে তাঁহারা গোনাহগার হইবেন কি না?

উত্তর।

হাঁ, তাহারা গোনাহগার হইবেন।

ষষ্ঠ প্রশ্ন।

যখন বৃদ্ধ, যুবক, কাওয়ালি খাঁ (গায়ক) নর্ত্তনকারী, দাড়িবিহীন বালক লইয়া ছেমা করা, হাতে তালি দেওয়া ও শরীর কাঁপান নিষিদ্ধ ক্রীড়া কৌতুক ও হারাম হইল এবং মুসলমানগণের এজমা মতে অবৈধ হইল, আরও কাজি, আমির ও বাদশাহগণের পক্ষে সাধ্যানুযায়ী শরিয়ত সঙ্গতভাবে নিষেধকরা ওয়াজেব হইল, অধিকন্তু সৎকার্য্য করিতে হুকুম না করিলে ও অন্যায় কার্য্য নিষেধ না করিলে গোনাহগার হইতে হয়, তখন যে ব্যক্তি এইরূপ ছেমাকে হালাল জানে এবং বলে যে, এই ছেমা এবাদত, খোদাপ্রাপ্তি ও নৈকট্য লাভের উপায়, হকিকত প্রকাশের, গায়েবের নিগূঢ় তত্ত্বের, খোদাপ্রাপ্তি ও পরকালের উচ্চ পদ লাভের অবলম্বন স্বরূপ, আরও একদল লোক তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া কথায় কার্য্যে তাহার অনুসরণ করে, তাহার কার্য্য ভাল জানে এবং মন্দ কার্য্যে নিষেধকারীর প্রতি অত্যাচার করে এবং অযথা বাক্য প্রয়োগ করে, এই দল এইরূপ কার্য্যে হালাল জানিয়া এবং তাহার অনুসরণকারীকে সত্যবাদী বলিয়া উহার উপর জেদ করিয়া কাফের হইবে কিনা?

উত্তর।

তাঁহারা বলিলেন, হাঁ, কাফের হইবে।

ইহার পরে এই ফৎওয়ায় বড় বড় এমাম বিদ্বানের স্বাক্ষর সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উক্ত ফাতাওয়ায় হেমা হারাম হওয়া সম্বন্ধে এই রেওয়াত গুলি লিখিত আছে ;—

জখিরা কেতাবে আছে, নিশ্চয় আমাদের আলেমগণের নিকট সমস্ত প্রকার গীত, কোরাণ শরিফের সুরা লোকমানের আয়ত অনুযায়ী হারাম। সমস্ত তফসিরকারক বিদ্বান্ একমতে উক্ত আয়তে গীত অর্থ লইয়াছেন।

ফাতাওয়ায় নাছাকিতে আছে, বাজনার শব্দ ধেয়ান করিয়া শ্রবণ করা ও সঙ্গীত করা হারাম।

ফাতাওয়ায় ছায়রাফিয়াতে আছে যাহারা এক প্রকার খাস পোষাক পরিধান করিয়া থাকে, ক্রীড়া ও নর্ত্তন কার্য্যে সংলিপ্ত হইয়া থাকে, নিজেদের উচ্চ দরজার দাবি করিয়া থাকে, তাহারা খোদার উপর মিথ্যা কথার আরোপ করিয়াছে কিম্বা তাহারা উন্মাদ হইয়াছে, নবি (সাঃ) ক্রীড়াকারী নহেন, তাঁহা কর্ত্তৃক ক্রীড়া প্রকাশ হইতে পারে না হজরত নবি (সাঃ) দুই প্রকার সোহরতের বস্ত্র পরিধান করা নিষেধ করিয়াছেন। উক্ত ব্যক্তিরা ইসলামের পথে নহে, তাহারা মন্দ কার্য্য করিয়া থাকে। লোকে বলিল, যদি তাহারা সত্য পথ ভ্রষ্ট হয়, তবে সাধারণ লোক হইতে ফাসাদ দূরীভূত করনেচ্ছায় তাহাদিগকে কি শহর সমুহ হইতে বিতাড়িত করা হইবে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হেফাজতের উদ্দেশ্য ও দীনদারির জন্য কন্টক দূর করা শ্রেয়ঃ ও উৎকৃষ্ট, পাক হইতে নাপাককে পৃথক করা উত্তম। এমাম হোলাওয়ানি হইতে এইরূপ মবছুত গ্রন্থে আছে।

আবু মনছুর দববুছি কাজি জহিরদ্দিন খারাজমি (রঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি গায়ক বা অন্য কাহারও নিকট সঙ্গীত

শ্রবণ করে কিম্বা কোন হারাম কার্য্য দর্শন করে, তৎপরে ভক্তি সহকারে কিম্বা বিনা ভক্তিতে উহা পছন্দ করে, তবে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মোরতাদ্দ (কাফের) হইয়া যাইবে, যেহেতু সে শরিয়তের হুকুম বাতীল করিল, আর যে ব্যক্তি শরিয়তের হুকুম বাতীল করিল, সে ব্যক্তি কোন মোজতাহেদের নিকট ইমানদার থাকিতে পারে না। খোদাতায়ালা তাহার এবাদত কবুল করিবেন না। তাহার সমস্ত নেকি বরবাদ করিবেন; তাহার স্ত্রীর নেকাহ, ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

মোখতারে নওয়াজেলে বোরহানিতে আছে, এমাম আবু মনছুর মাতুরিদি হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি বর্ত্তমান জামানার (রাগিনী সহ কোরাণ পাঠকারীকে) তাহার কোরাণ পাঠের সময় বলে যে, তুমি ভাল কার্য্য করিয়াছ সে ব্যক্তি কাফের হইবে, তাহার স্ত্রীর নিকাহ ভঙ্গ হইবে এবং খোদা তাহার নেকিগুলি বরবাদ করিয়া দিবেন। আমাদের বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, রাগ রাগিনী সহ কোরাণ পাঠ শ্রবণ করা গোনাহ, পাঠকারী এবং শ্রোতা উভয়ে গোনহ্‌গার হইবে।"

মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলবী ফতোওয়ায় আজিজির ১ম খণ্ডে ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

কোরাণ ও হাদিস দ্বারা সঙ্গীত হারাম প্রমাণিত হইয়াছে। খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, কতক লোক ক্রীড়াজনক কথা অবলম্বন করে, উদ্দেশ্য এই যে, (লোককে) খোদার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে। তফসিরে মায়েলেম (হজরত) আবদুল্লাহ্ বেনে মসউদ, (হজরত) এবনে আব্বাস, এমাম হাসান বাসরি, একরামা ও ছইদ বেনে জোবায়র হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ক্রীড়াজনক কথার মর্ম্ম গীত, বেনু ও বাদ্যযন্ত্র সমূহ বাজান।

তফসিরে মাদারেকে বর্ণিত হইয়াছে যে, (হজরত) এবনে আব্বাস ও (হজরত) এবনে মসউদ (রঃ) শপথ করিয়া বলিয়াছেন

যে, ক্রীড়াজনক কথা গীত। দোরেল মান্সুর কেতাবে আছে, ক্রীড়াজনক কথা কথা গীত ও বেণুবাদ্য সমূহ। তফসিরে কাশ্শাফে বর্ণিত হইয়াছে যে, ক্রীড়াজনক গীত ও সঙ্গীত শিক্ষা। মোগনি কেতাবে আছে, ক্রীড়াজনক কথা গীত, উহা এই আয়ত হইতে হারাম হইয়াছে। যে ব্যক্তি উহা হালাল জানিবে, সে কাফের হইবে।

তফসিরে ছায়ালাবিতে বর্ণিত আছে, ক্রীড়াজনক কথা গীত সারিঙ্গী, দফ, সেতার ও তানপুরা বাদ্য। তৎসমুদয় উক্ত আয়তে হারাম হইয়াছে। যে ব্যক্তি উহা হালাল ধারণা করিবে, নিশ্চয়ই কাফের হইবে।

এই আয়ত দ্বারা গীত হারাম হওয়ার কারণ এই যে, খোদাতায়ালা গীতকে ক্রীড়াজনক কথা বলিয়া অবিহিত করিয়াছেন। কোরাণ ও হাদিস দ্বারা তিন প্রকার ব্যতীত সমস্ত ক্রীড়া হারাম প্রমাণিত হইয়াছে। আয়তটি এই, খোদাতায়লা বলিয়াছেন,-"আমি তোমাদিগকে ক্রীড়াকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি বলিয়া তোমরা কি ধারণা করিয়াছ? হাদিসটি এই :-হজরত বলিয়াছেন, মনুষ্য যে কোন ক্রীড়া করে, সমস্তই বাতীল, কেবল ধনুক হইতে শর নিক্ষেপ করা ঘোটককে শিক্ষা প্রদান করা ও আপন স্ত্রীর সহিত আমোদ প্রমোদ করা, এই তিন কার্য্য বাতীল নহে। তেরমেজি, এবনে মাজা ও দারমি এই হাদিসটি বর্ণনা করিয়াছেন। একদল গীত হালালকারী বলিয়া থাকে যে, উক্ত আয়তে সর্ব্বপ্রকার গীত হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় না, বরং ক্রীড়া কৌতুক ভাবে গীত করিলে, উহা হারাম হইবে, ক্রীড়া কৌতুক শূন্য গীত হারাম নহে, ইহা আয়তের মর্ম্ম, কিন্তু তাহাদের এইরূপ ধারণা একেবারেই বাতীল, কেননা ক্রীড়াজনক কথার মর্ম্মই গীত। অতএব উহাকে ক্রীড়াজনক ও ক্রীড়াশূন্য এই দুইভাগে বিভক্ত করা একেবারে অর্থ শূন্য মত।

এইরূপ উক্ত দল ধারণা করিয়া থাকে যে, গীত পথ ভ্রষ্টকারী হইলে, হারাম হইবে, নচেৎ হারাম হইবে না; ইহাও তাহাদের বাতীল ধারণা; কেনান যখন গীত ক্রীড়াজনক কথা হইল, তখন উহা হারাম হওয়া অনিবার্য্য, যেরূপ হাদিস শরিফে বর্ণীত হইয়াছে,—যে ব্যক্তি মক্কা শরিফের হেরমে ধর্ম্ম ত্যাগ করে, সে অভিসাম্পতগ্রস্ত প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার (জেনা) করা মহা গোনাহ।"

উপরোক্ত স্থলদ্বয়ে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা হারাম প্রমাণিত হইয়াছে, মক্কা শরিফেই হউক, আর অন্য স্থানে হউক এবং ব্যভিচার করাও হারাম প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত হউক, কিম্বা অন্য স্থানের স্ত্রীলোকের সহিত হউক, কিন্তু মক্কা শরিফে ধর্ম্ম ত্যাগ অথবা প্রতিবেশীর স্ত্রী হরণ কঠিনতর গোনাহ। সেইরূপ সঙ্গীত করাই হারাম, পথভ্রষ্টকারী হউক, আর নাই হউক, অবশ্য পথভ্রষ্টকারী হইলে, গুরুতর হারাম হইবে। (এমাম) এবনে আবিদ্দুনইয়া ও বয়হকি (এমাম) শায়াবি হইতে এই হাদিসটি বর্ণনা করিয়াছেন,—"খোদাতায়ালা গায়ক ও উহার শ্রোতার উপর লানত করিয়াছেন।"

(এমাম) তেবরানি ও খতিব বগদাদী বর্ণনা করিয়াছেন;— "হজরত (সাঃ) সঙ্গীত ও উহা শ্রবণ করিতে, নিষেধ করিয়াছেন। ছোনানোল-হোদা কেতাবে হজরত এবনে ওমার হইতে বর্ণিত হইয়াছে,—"হজরত (সাঃ) সঙ্গীত করিতে ও উহা শ্রবণ করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন।" মোগনি কেতাবে এই হাদিসটি আছে,—"যেরূপ পানি উদ্ভিদ উৎপাদন করে, সেইরূপ গীত কপট ভাব উৎপন্ন করে।" এহইয়া ওলউলুমে (হজরত) মোয়াজ বেনে জালাল হইতে বর্ণীত হইয়াছে,—"(হজরত) বলিয়াছেন, ইসলাম ধর্ম্ম ক্রীড়া কৌতুক, বাতিল কার্য্য ও গীত দূরীভূত করিয়াছে। (এমাম) তেরমেজি (হজরত) এবনে ওমার (রাঃ) হইতে

এই হাদিসটি বর্ণনা করিয়াছেন—"গায়িকা খোদার গজব (কোপ) উহার গীত হারাম।" (এমাম) বয়হকি 'সোয়বোল ইমান' কেতাবে (হজরত) জাবের (রাঃ) হইতে এই হাদিসটি বর্ণনা করিয়াছেন,—"যেরূপ বারি শস্য উৎপাদন করে, সেইরূপ সঙ্গীত কপটভাব উৎপন্ন করে। হায়ায়েক কেতাবে আছে, সঙ্গীত করা এবং উহাশ্রবণকরা গোনাহ। মোজমারাত কেতাবেআছে, যে ব্যক্তি সঙ্গীত হালাল বলে সে পাপিষ্ঠ হইবে। এখতিয়ার কেতাবে আছে, গীত সমস্ত ধর্ম্মেই মহা গোনাহ। মোহিত কেতাবে আছে,-সঙ্গীত করা, করতালি দেওয়া এবং উহা শ্রবণ করা হারাম, যে ব্যক্তি উহা হালাল ধারণা করিবে, সে কাফের হইবে। এখতিয়ারোল-কাম্বা-ওয়াতে আছে,—রাগরাগিনী সহ কোরাণ পাঠ করা এবং উহা শ্রবণ করা কদর্য্য কার্য্য, যেহেতু উহা পাপিষ্ঠদের গীত করার তুল্য কার্য্য। ফাতাওয়ায় বয়হকিতে আছে, সঙ্গীত করা উহা শ্রবণ করা এবং দফ বাদ্য ও সমস্ত প্রকার ক্রীড়া হারাম, তৎসমস্ত হালাল ধারণা করিলে, কাফের হইতে হয়।

খোদাতায়ালা উক্ত দরবেশ ও নিরক্ষরদিগকে সৎপৎ প্রদর্শন করুন। যাহারা উপরোক্ত গীতবাদ্যে সংলিপ্ত হইয়াছে ; কারণ তাহাদের কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে। জামেয়োল ফাতাওয়াতে আছে, গীত বাদ্য শ্রবণ করা, উহার নিকট উপবেশন করা, বংশী বাজান ও নর্ত্তনকুর্দ্দনকরা সমস্তই হারাম, যেব্যক্তি তৎসমুদয় হালাল ধারণা করিবে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। ফাতাওয়ায় হাম্মাদিয়াতে নাফে কেতাব হইতে বর্ণীত হইয়াছে, সঙ্গীত করা সমস্ত ধর্ম্মেই হারাম। নেহায়া কেতাবে আছে, সঙ্গীত করা, তানপুরা, শারিঙ্গী দফ ও তত্তুল্য বাদ্যযন্ত্র বাজান হারাম ও গোনাহ, ইহার প্রমাণ উক্ত সুরা লোকমানে আছে।

এই সমস্ত রেওয়াএত ধার্ম্মিক প্রবর বিদ্বান্‌গণের গৌরব, পীর

কুলের মস্তকমণি শেখ আহমদ ছারহান্দি রহমতুল্লাহে আলায়হের রচিত কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আরও তিনি ৭৭ জন ফকিহ, বিদ্বানের নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা একবাক্যে গীত হারাম হওয়ার মত গ্রহণ করিয়াছেন আমি গ্রন্থ বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কায় উক্ত নামগুলি উল্লেখ করিলাম না। এক্ষণে, হে ন্যায় পরায়ণ পাঠক, তুমি উক্ত হাদিসগুলির ও বিদ্বান্ মণ্ডলীর মত সমূহের দিকে মনোনিবেশ কর; কারণ ইহাই সত্য মত এই সত্য মত ব্যতীত আর সমস্তই ভ্রান্তপথ বা বাতীল।"

লেখক যে হাদিসের প্রতি ভরসা করিয়া হজরত নবি (সাঃ) এর রাগ রাগিনী সহ গজল পাঠ শ্রবণ করার দাবি করিয়াছেন, তাহা উক্ত হাদিস হইতে প্রমাণিত হয় না।

হাদিসটি এই :—

"(হজরত) আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, (হজরত) আবুবকর (রাঃ) আগমন করিলেন, আমার নিকট আনসার দলের বালিকাদের মধ্যে দুইটি বালিকা ছিল, আনসার দল 'বোয়াছ' যুদ্ধের দিবস যে গৌরব সূচক বা নিন্দা বাদসূচক (কবিতা) পাঠ করিয়াছিলেন, উক্ত বালিকা দ্বয় সেই কবিতা পাঠ করিতেছিল, (হজরত) আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, উক্ত বালিকাদ্বয় গায়িকা ছিল না। তখন (হজরত) আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর গৃহে শয়তানের শব্দ। ইহা ইদের দিবস ছিল, তৎশ্রবণে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, হে আবুবক্কর নিশ্চয়ই প্রত্যেক দলের ইদ আছে, ইহা আমাদের ইদ।"

পাঠক, تغنيان শব্দের অর্থ 'গীত করিতেছিল' হইবে না বরং উহার অর্থ কবিতা পাঠ করিতেছিল, উহা হজরত আয়েশার (রাঃ) এই কথায় যে, তাহারা গায়িকা নহে, স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

আরবী গেনা غناء ও তাগনিয়া تغنية শব্দের অর্থ যে কবিতা পাঠ করা তাহা নিম্নোক্ত এবনে মাজার হাদিসে প্রকাশ পাইতেছে।

হাদিসটি এই :—

عن ابن عباس قال انكحت عايشة ذات قرابة لها من الانصار فجاء رسول الله صلعم فقال اهديتم الفتاة قالوا نعم قال ارسلتم معها من تغنى قالت لا فقال رسول الله صلعم بن الانصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول اتيناكم اتيناكم فحيانا و حياكم ✪

(হজরত) এবনে অব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, (হজরত) আয়েশা (রাঃ) তাঁহার আত্মীয় আনসারী একটি স্ত্রলোকের নিকাহ করাইয়া দিয়াছিলেন, তৎপরে (হজরত) রছুলুল্লাহ (সাঃ) আগমন করিয়া বলিলেন, তোমরা কি যুবতীকে স্বামী গৃহে পাঠাইয়াছ? তাহারা বলিলেন, হাঁ। হজরত বলিলেন, তোমরা তাহার সঙ্গে কবিতা পাঠকারীকে পাঠাইয়াছ? (হজরত) আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, না। (হজরত) রছুলোল্লাহ (সাঃ) বলিলেন যে, আনসার এরূপ জাতি যে তাহাদের মধ্যে কবিতা (গজল) পাঠ আছে, যদি তোমরা তাহার সঙ্গে এরূপ একজনকে পাঠাইতে যে, সে (এই কবিতা) বলিত,—

اتيناكم اتيناكم فحيانا و حياكم ★

"আমরা তোমাদের নিকট আসিয়াছি, আমরা তোমাদের নিকট আসিয়াছি, অনন্তর (খোদা) আমাদিগকে জীবিত রাখেন এবং তোমাদিগকে জীবিত রাখেন।"

এই হাদিসে জানা গেল যে, হজরত (সাঃ) গেনা শব্দের অর্থ কেবল কবিতা পাঠ বলিয়া নিজে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ উপরোক্ত প্রকার হাদিস সমূহে যে যে স্থলে হজরতের 'গেনা' শ্রবণের কথা আছে, উহার অর্থ কবিতা শ্রবণ হইবে, কিছুতেই উহার অর্থ সঙ্গীত করা নহে।

আল্লামা বদরুদ্দিন আয়নি সহিহ 'বোখারি'র টীকায় প্রথমোক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ;—

(এমাম) কোরতবি বলিয়াছেন, একদল ছুফি এই অধ্যায়ের হাদিস দ্বারা বাজনা সহ কিম্বা বিনা বাজনা সঙ্গীত করা এবং উহা শ্রবণ করা মোবাহ হওয়ার দলীল পেশ করিয়া থাকেন, তাহাদের রদ এই যে, দুইটি বালিকা যুদ্ধ বীরত্ব ও সংগ্রামের ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া গেনা করিয়াছিল, এইজন্য (হজরত) রছুলোল্লাহ (সাঃ) উহার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ সঙ্গীত কারিদের কর্তৃক যে সঙ্গীতের রীতি হইয়াছে যাহা স্থির ব্যক্তিকে বিচলিত করে, গুপ্ত কামনাকে উত্তেজিত করে, যাহাতে বালক স্ত্রীলোকদের সৌন্দর্য্যের কথা, মদের গুণ কীর্ত্তন ইত্যাদি হারাম বিষয় আছে, উহার হারাম হওয়ার সম্বন্ধে মতভেদ নাই। এবং নিরক্ষর ছুফিগণ যে, বেদয়াত মত সৃষ্টি করিয়াছে, উহা গ্রাহ্য হইতে পারে না, কেননা যে সময় তোমরা তৎসম্বন্ধে তাহাদের কথা তদন্ত করিবে এবং তাহাদের কার্য্য-কলাপ দর্শন করিবে, তখন তাহাদের মধ্যে কাফেরদের চিহ্ন অবগত হইবে। কতক বোজর্গ বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ সঙ্গীত এবং মনোনিবেশ পূর্ব্বক উহা শ্রবণ করা গোনাহ, এমন কি তাঁহারা বলিয়াছেন যে, রাগিনী সহ কোরাণ পাঠ শ্রবণ করা গোনাহ, পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ে গোনাহগার হইবে। তাঁহারা ইহার প্রমাণে ছুরা লোকমানের এই আয়ত পেশ করেন, "কতক লোক ক্রীড়াজনক কথা অবলম্বন করেন, উহার তফসির সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে।"

আয়নি, ৩।৩৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এমাম এবনে হাজার উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় 'ফৎহোল বারি' টীকার দ্বিতীয় খণ্ডে ৩০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

একদল ছুফি এই অধ্যায়ের হাদিস দ্বারা বাদ্য সহ কিম্বা বিনা বাদ্য সঙ্গীত করা এবং উহা শ্রবণ করা মোবাহ হওয়ার দলীল পেশ করেন, কিন্তু হজরত আএশা (রাঃ) পরবর্ত্তী অধ্যায়ের উল্লিখিত হাদিসে বলিয়াছেন যে, উক্ত বালিকাদ্বয় গায়িকা ছিল না, ইহাতে বাদ্য শব্দ

যে তাবের সন্দেহ হইতেছিল, তিনি তাহা বাতীল করিয়া দিলেন, কেননা গেনা শব্দ (১) উচ্চ শব্দ কর, (২) কবিতা পাঠ করা যাহাকে আরবেরা নছব বলেন, (৩) উষ্ট্র উত্তেজক স্বর করা (এই তিন অর্থেও) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু এইরূপ কার্য্যকারীকে গায়ক বলা হয় না, যে ব্যক্তি লম্বা মিহি সুরে (রাগ রাগিনী সহ), উত্তেজক ও মনাকর্ষণকারী স্বরে কবিতা পাঠ করে, যাহাতে মন্দ কার্য্যের আভাস বা স্পষ্টভাব থাকে তাহাকেই গায়ক বলা হয়। (এনাম) কোরতবি বলিয়াছেন, ليستا بمغنيتين (হজরত) আএশার (রাঃ) এই কথার মর্ম্ম এই যে, উক্ত বালিকাদ্বয় প্রসিদ্ধ গায়িকাদের তুল্য সঙ্গীত জানিত না, প্রসিদ্ধ স্বভাবসিদ্ধ সঙ্গীত স্থির ব্যক্তিকে বিচলিত ও শুপ্ত কামনাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে, এইরূপ কবিতাকে স্ত্রীলোক, সুরা প্রভৃতির প্রশংসা ইত্যাদি হারাম বিষয় থাকিলেও উহার হারাম হওয়ায় মতভেদ নাই, কিন্তু উক্ত বালিকাদ্বয়ের গেনা উপরোক্ত সঙ্গীত হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

সুফিগণ যে বেদয়াত কার্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার হারাম হওয়া সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই, কিন্তু সাধক নামধারী অনেকের এরূপ কামপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়াছে যে, তাহাদের দ্বারা উন্মাদ ও বালকদের কার্য্যকলাপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারা ভাবে ভাব মিলাইয়া তালে তাল মিশাইয়া নর্ত্তক কুর্দ্দন করিতে থাকে, আর একদল লোকের লজ্জাহীনতা এতদূর পৌঁছিয়াছে যে, তাহারা উক্ত কার্য্যটি নৈকট্য লাভের (এবাদতের) অবলম্বন ও নেককার্য্য স্থির করিয়াছে এবং উহা উচ্চপদের ফলদায়ক ধারণা করিয়াছে, ইহা প্রকৃতপক্ষে কাফেরদের চিহ্ন ও প্রলাপ কারিদের প্রলাপ।'

এবনে জওজি 'তলবিছে-ইবলিছ' কেতাবের ৩০৩।৩০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"হাজিরা, ধর্ম্মযোদ্ধারা ও উষ্ট্র চালকেরা যে কবিতা পাঠ করিয়া

থাকেন, উহাকেও গেনা বলা হয়, এইরূপ মদিনাবাসিগণ হজরতের মদিনা শরিফ উপস্থিত কালে নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন :—

طلع البدر علينا - من ثنيات الوداع - وجب الشكر علينا - ما دعا لله داع ★

এইরূপ (হজরত) আএশার (রাঃ) নিকট (আনসারী) বালিকাদ্বয় কবিতা পাঠ করিয়াছিল। এবনে জওজি বলেন, ইহাতেই তাহাদের গেনা করার মর্ম্ম প্রকাশ হইয়া গেল। উক্ত কবিতা পাঠে স্ফুর্ত্তি আনয়ন করিত না এবং বর্ত্তমান কালের ন্যায় সঙ্গীত বিশিষ্ট কবিতা পাঠ নহে। এইরূপ দরবেশ দল প্রফুল্ল চিত্তে মিষ্টস্বরে যে কবিতাবলী পাঠ করিতেন, উহাতে অন্তরকে আখেরাতের খেয়ালে নিবিষ্ট করিত।

আর গায়কেরা সঙ্গীত করণেচ্ছায় যে কবিতাবলী পাঠ করে, উহাতে সুন্দরী স্ত্রীলোক ও মদ ইত্যাদির প্রশংসা করা হয়, ইহাতে মন বিচলিত করে, (অন্তরকে) মধ্যম অবস্থা হইতে পরিবর্ত্তন করে ক্রীড়া কৌতুকের প্রেম সৃষ্টি করে, ইহাই এই কালের সঙ্গীত (গেনা)।

এমাম আহমদ, মালেক, শাফেয়ি, আবুহানিফা, এবরাহিম, শা'বি হাম্মাদ, সুফইয়ান ও কুফা বাসোরাবাসিগণ এই সঙ্গীতকে হারাম ও নিষিদ্ধ জানিতেন।"

মেশকাত, ৪৭০ পৃষ্ঠা ;—

"সহিহ্ তেরমজিতে আছে, হজরত বলিয়াছেন, নিম্নোক্ত ১৫টী আমার বিষয় উম্মতের মধ্যে প্রকাশিত হইলে, তাহাদের উপর বিপদ উপস্থিত হইবে প্রবল ঝটিকা, ভূমিকম্প, মনুষ্যের ভূগর্ভে ধ্বংস হওয়া রূপ পরিবর্ত্তন হওয়া, প্রস্তর বর্ষণ সংঘটিত হইবে। তন্মধ্যে একটি

বিষয় এই,—গায়িকা স্ত্রীলোক সকল ও বাদ্যযন্ত্র সমূহ প্রকাশিত হইবে।"

পাঠক, যদি হজরতের নিকট সঙ্গীত ক্রীড়া সম্পন্ন হইত এবং তিনি উহা শ্রবণ করিতেন, তবে কেন হজরত বলিলেন যে, সঙ্গীত বাদ্য আজাবের বস্তু।

"সহিহ্, বোখারির এক রেওয়াএতে আছে, (হজরত) আয়েশা (রাঃ) বলেন, জনাব নবি (সাঃ) আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, অথচ কয়েকটি বালিকা আমার জন্য দফ বাজাইতে লাগিল এবং আমার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে বদর যুদ্ধে নিহত ব্যক্তি গণের প্রশংসা করিতে লাগিল।"

এই হাদিসে সঙ্গীতের কোন কথাই নাই, উহাতে দফ বাজান প্রমাণিত হইলেও উহা মনছুখ হইয়া গিয়াছে।

নেসাবোল এহতেছাবের ২৯ পৃষ্ঠায় আছে :—

"কতক লোক ধারণা করে যে, দফ বাজান ও সঙ্গীত করা ঈদের দিবস জায়েজ হইবে, কেননা এক রেওয়াএতে আছে, (হজরত) আবুবকর (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট দুইটি বালিকা দফ দ্বারা গজলখানি করিতেছিল ইহাতে হজরত আবুবকর (রাঃ) তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন, তখন হজরত বলিয়াছিলেন ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও; কেননা অদ্য ঈদের দিবস।" এই হাদিসটি কোরাণ শরিফের সুরা লোকমানের আয়ত দ্বারা মনসুখ হইয়া গিয়াছে।"

মেশকাত, ৪৫৬ পৃষ্ঠা :—

সহিহ্ বোখারিতে আছে, সত্য সত্য আমার উম্মতে একদল লোক হইবে যাহারা খজ্জ রেশমী বস্ত্র বিশেষ, রেশম, মদ ও বাদ্য যন্ত্র সমূহ হালাল জানিবে।......শেষ দল কেয়ামত অবধি বানর ও শুকরের আকৃতিতে পরিণত হইবে।"

মেশকাত, ৩১৮ পৃষ্ঠা :—

" এমাম আহমদ রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, আমার প্রতিপালক আমাকে দফ ইত্যাদি ও বাদ্যযন্ত্র সমূহ লোপ করিতে হুকুম করিয়াছেন।"

উপরোক্ত প্রমাণে বাজনা হারাম হওয়া প্রমাণিত হইল।

এক্ষণে চারি তরিকার পীরগণের অবস্থা শুনুন :—

গুনইয়াতোত্তালেবিন, ১০০১ পৃষ্ঠা :—

পীরান পীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রেঃ) বলিয়াছেন আমি ছেমার কথা লিখিলাম, যদিও আমি ছেমা, কাওয়ালী বংশীধ্বনি ও নর্ত্তন কুর্দ্দন জায়েজ রাখি না এবং ইতিপূর্ব্বে উহার নিষিদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করিয়াছি, তথাচ আমি এই জন্য উহা বর্ণনা করিয়াছি যে, আমার জামানার লোকেরা নিজেদের এবাদতখানা ও মজলিশে উহার আগ্রহ করিয়া থাকে।

আরও উক্ত পীরান পীর উক্ত কেতাবের ১০০১।১০০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"সত্য মুরিদের (প্রেমিকের) অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত হয় না, তাহার প্রেমাস্পদ (মহবুব) অনুপস্থিত নহেন, তাহার প্রিয় বন্ধু অপরিচিত নহেন, সে ব্যক্তি সর্ব্বদা অধিকতর নৈকট্য স্ফূর্ত্তি ও দান লাভ করেন; তাহার বাঞ্ছিত প্রতিপালকের কথা ব্যতীত তাহার অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারে না এবং তাহাকে উত্তেজিত করিতে পারে না, এই অবস্থায় তাহার পক্ষে কবিতা (গজল) সঙ্গীত আওয়াজ, শয়তানের শরিক, প্রবৃত্তির বাহক, নফছ ও মেজাজের আরোহী এবং প্রত্যেক শব্দের অনুচরদের হা হু শব্দ অনাবশ্যক।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, প্রকৃত মুরিদ খোদার কালামে উন্মত্ত হইয়া থাকে, ফাছেক, শয়তানের অনুচর ও নফছের দাস কাওয়ালী খাঁ লোকদের সঙ্গীত, কাওয়ালী, কবিতা, বাদ্য ইত্যাদির

ছেমা শ্রবণ তাহার কার্য্য নহে।

আরও পীরান পীর উক্ত কেতাবের ১০৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"দরবেশের উচিত যে, সে যেন কারী কিম্বা পাঠককে কোরানের পরিবর্ত্তে কবিতা পাঠ করিতে অনুরোধ না করে, যেরূপ বর্ত্তমান জামানার রীতি হইয়াছে। যদি তাহারা নিজেদের ইচ্ছায়, সংসার বৈরাগ্যে ও কার্য্যে সত্যবাদী হইত, তবে আল্লাহতায়ালার কালাম শ্রবণ ব্যতীত তাহাদের হৃদয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকম্পিত হইত না কেননা উহা তাহাদের প্রেমাস্পদের মহবুবের কালাম ও ছেফাত ইহাতে উক্ত প্রেমাস্পদের বর্ণনা, প্রাচীন, পরবর্ত্তী ও আগামী অলিগণের প্রেমিক (আশেক) প্রেমাস্পদ (মা'শুক) মুরিদ ও মুরিদের সমালোচন আছে। যখন তাহাদের সত্যতা ও ইচ্ছাতে ত্রুটী হইয়াছে তাহাদের দলীলহীন দাবী, মিথ্যা রিতীপদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে, বাতেনী বিবেক, সত্য অন্তর, মা'রেফাত, মোকাশাফা, অপূর্ব্ব এলম গুপ্ত-তত্ত্বজ্ঞান, নৈকট্য, ভক্তি, প্রিয়পাত্রের সান্নিধ্য, হকিকি ছেমা অর্থাৎ বিদ্বানগণের, খাস অলিগণের, আবদাল ও শরিফগণের পক্ষে খোদার ব্যবস্থা স্বরূপ হাদিস ও কোরাণ হইতে তাহাদের অন্তর বঞ্চিত হইয়াছে, তখন তাহারা কাওয়ালী, কবিতা ও গজলাদি উপর আগ্রহান্বিত হইয়াছে, যাহা নফছ ও নফছের অনুচরগণের অগ্নি উত্তেজিত করে, দেল ও রুহের আসক্তগণকে উত্তেজিত করিতে পারে না।"

পাঠক, এখন দেখিলেন, পীরান পীর রাগরাগিনী সহ গজল পাঠ, সঙ্গীত, কাওয়ালী, নর্ত্তন কুদ্দন করা কেমন দুষিত বস্তু বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

আরও উক্ত পীরান পীর 'ছেরোল-আছরার' কেতাবের ২৩ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন :—

"মা'রেফাতের দাবীকারী ফকির ১২ দলে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে

একদল সুন্নি. ইহারা ধর্ম্ম কর্ম্মে শরিয়ত ও তরিকত পালন করিয়া থাকেন, কোরাণ ও হাদিসকে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন, অবশিষ্ট ১১ দল সমস্তই জাহান্নামী।

একদল হালিয়া ইহারা নৃত্য করা ও হাতে তালি দেওয়া হালাল বলিয়া থাকে. ইহা বেদাত।

আর একদল শামরানিয়া, ইহারা দফ ও তানপুরা বাদ্য এবং সমস্ত প্রকার আমোদ প্রমোদ হালাল ধারণা করে, এই সম্প্রদায়ের লোক কাফের।"

এমাম রাব্বানি আহমদ ছারহন্দি (রঃ) মকতুবাতের ১ম খণ্ডে ৩৩৪-৩৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"নক্‌শবন্দীয়া তরিকার পীরগণ সঙ্গীত, নর্ত্তন কুর্দ্দন জায়েজ স্থির করেন নাই এবং উহাতে যে অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, তাহার প্রতি আস্থা স্থাপন করেন নাই। ... সঙ্গীত ও জেকর কালে নর্ত্তন কুর্দ্দন প্রকৃত পক্ষে ক্রীড়া কৌতুকের মধ্যে গণ্য :—

কোরাণ শরিফের সুরা লোকমানে আছে :—

"লোকের মধ্যে এরূপ কোন লোক আছে যে, ক্রীড়াজনক কথা অবলম্বন করে, উদ্দেশ্য এই যে, বিনা এলমে (লোককে) খোদা-তায়ালার পথ হইতে পথ ভ্রষ্ট করে।"

হজরত এবনে আব্বাসের শিষ্য এমাম মোজাহেদ বলিয়াছেন, এই আয়তে সঙ্গীত নিষিদ্ধ হইয়াছে।

হজরত এবনে আব্বাস (রাঃ) ও এবনে মছউদ (রাঃ) এই সাহাবা-দ্বয় শপথ করিয়া বলিতেন যে, উক্ত আয়তে গীত নিষিদ্ধ হইয়াছে : ইহা তফসির মাদারেকে আছে।

কোরাণ সুরা ফোরকানের والذين لا يشهدون الزور এই আয়-তের তফসিরে এমাম মোজাহেদ বলিয়াছেন যে, খোদা বলিয়াছেন যে,

খোদার অনুগত বান্দারা সঙ্গীতের স্থানে উপস্থিত হন না। গীত হারাম হওয়ার সম্বন্ধে কোরাণ, হাদিস ও ফেক্‌হের অসংখ্য প্রমাণ আছে। এক্ষণে যদি কোন ব্যক্তি গীত হালাল প্রমাণ করার উদ্দোশ্যে কোন মনগড়া হাদিস বা বাতীল রেওয়াএত পেশ করে, তবে উহা অগ্রাহ্য হইবে, কেননা কোন ফকিহ বিদ্বান্ কোন সময়ে গীত হালাল হওয়ার ফৎওয়া দেন নাই এবং জেকর কালে নর্ত্তন কুর্দ্দন করা জায়েজ বলেন নাই, ইহা এমাম জিয়াউদ্দিন শামি নিজ কেতাবে লিখিয়াছেন।

হালাল ও হারাম সম্বন্ধে স্থফিদিগের কার্য্য দলীল হইতে পরে না, এস্থলে এমাম আবুহানিফা, আবু ইউছফ ও মোহাম্মদ (রঃ) প্রভৃতি ফকিহগণের ফৎওয়া গ্রাহ্য হইবে, পীর আবুবকর শীবলী ও পীর আবুল হাসান নূরি প্রভৃতি তরিকতপন্থিদের কার্য্য ধর্ত্তব্য হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালের অপরিপক্ক স্থফিগণ নিজেদের মুর্শিদগণের কার্য্যকে দলীল বুঝিয়া গীত, নর্ত্তন কুর্দ্দনকে দীন ও এবাদতরূপে গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা কোরাণ শরিফের আয়তানুসারে নিজেদের দীনকে কৌতুক ক্রীড়া করিয়া লইয়াছে।

উল্লিখিত রেওয়াএত হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি হারাম কার্যকে ভাল জানে, সে মুসলমানগণের দল হইতে খারিজ ও কাফের হইয়া যাইবে।”

পাঠক, কাদেরিয়া, নক্‌শবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদিয়া পীরগণের কথা শুনিলেন, এক্ষণে চিস্তয়া তরিকার পীরগণের অবস্থা শুনুন।

আলমগিরি, ৫।৩৮৮ পৃঃ ;—

“এমাম হোলওয়ানি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান জামানার স্থফী নামধারী লোকেরা ছেমা, কাওয়ালি এবং নৃত্য করিয়া থাকে, উহা হারাম তথায় গমন করার ইচ্ছা করা ও উপবেশন করা জায়েজ নহে, উক্ত ছেমা, কাওয়ালি ও বাদ্য একই সমান। তাছাওয়ফ পন্থিগণ উহা

জায়েজ ধারণা করিয়া প্রাচীন পীরগণের কার্য্যকে দলীলরূপে পেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার মতে এই ছুফি নামধারিদের কার্য্য উক্ত প্রাচীন পীর বোজর্গগণের কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র, কেননা তাঁহাদের জামানায় অনেক সময় একজন লোক একটি কবিতা পাঠ করিত, যাহা তাঁহাদের অবস্থার মোয়াফেক (সানুকুল) হইত, কাজেই তাঁহারা উহার সমর্থন করিতেন। কোমল হৃদয়ের লোক নিজের কার্যের সানুকুল কোনকথা শুনিলে, অনেকসময় অচৈতন্য এবং অধীরঅবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া পড়েন এবং এই অধীর অবস্থায় তাহা কর্ত্তৃক কোন কোন কার্য্য প্রকাশ হইয়া পড়ে, ইহা জায়েজ ও মার্জনার যোগ্য হওয়া বিচিত্র নহে, পীরগণের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করা যাইতে পারে না যে, তাহারা বর্ত্তমানকালের ফাছেক ও শরিয়তের আহকামে অনভিজ্ঞ (বেখবর) লোকদের ন্যায় কার্য্য করিতেন।"

তাহতাবি, ৪।১৭৭, শামি, ৫।৩৪২ পৃষ্ঠা;—

"মোলতাকার টিকায় লিখিত আছে, বর্ত্তমানকালের ছুফি নামধারী দল ছেমার সময় যে উচ্চ শব্দকরেন, উহা হারাম, তথায় গমন ও উপবেশন জায়েজ নহে, পূর্ববর্ত্তী পীরগন এরূপ করেন নাই, (হজরত) নবি (সাঃ) কবিতা শ্রবণ করিয়াছিলেন, উহাতে সঙ্গীতের মোবাহ হওয়া প্রমাণিত হয় না। তিনি হেকমত, সুক্ষ্মতত্ত্ব ও উপদেশ সমন্বিত মোবাহ কবিতা শুনিয়াছিলেন, (হজরত) নবি (সাঃ) এর অজদ (নর্ত্তন কুর্দ্দন) করার হাদিস সহিহ নহে। পীর ছররি ছকতি বলিয়াছেন, খাটি অজদকারির শর্ত্ত এই যে, তিনি এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হয়েন যে, যদি তাহার চেহরাতে তরবারির আঘাত করা যায় তবে যেন সে ব্যক্তি অবগত না হয়।"

শামি, ৫/৩৪২ পৃষ্ঠা;—

তাতারখানিয়া কেতাবে ওউন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

"যদি কোরাণ ও ওয়াজের ছেমা (শ্রবণ) হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে আর সঙ্গীতের ছেমা বিদ্বানগনের এজমা মতে হারাম যে ফকি উহা মোবাহ বলিয়াছেন, উহা উক্ত ব্যক্তির জন্য (বলিয়াছেন) যিনি ক্রীড়া কৌতুক হইতে শুন্য খোদার ভয়ে (পরহেজগারিতে) পূর্ণ (বিভুষিত) হইয়াছেন এবং যেরূপ পীড়িত ঔষধের মুখাপেক্ষী হয়, সেইরূপ তিনিও উক্তবিষয়ের মুখাপেক্ষী হয়েন, কিন্তু ইহার ছয়টি শর্ত্ত আছে, প্রথম এই যে, তাহাদের মধ্যে দাড়িবিহীন বালক না থাকে, দ্বিতীয় তাহাদের দল তাহাদের সমশ্রেণী (অলিউল্লাহ) হন, তৃতীয় গজল খাঁ ব্যক্তির নিয়ম বিশুদ্ধ হয়, পারিশ্রমিক ও খাদ্য গ্রহণের নিয়ম তাহার না হয়, চতুর্থ তাহারা খাদ্য কিম্বা স্বার্থের উদ্দেশ্যে তথায় উপবেশন না করেন, পঞ্চম তাহারা অজ্ঞান অবস্থা ব্যতীত যেন দণ্ডায়মান না হন, ষষ্ঠ তাহারা সত্য অজদ ব্যতীত প্রকাশ না করেন। মূলকথা এই যে, বর্ত্তমান কালে ছেমার অনুমতি নাই, কেননা (হজরত) জোনাএদ (রঃ) ছেমা হইতে তওবা করিয়া ছিলেন।"

তরিকায় মোহাম্মদী, ৩১২৬৪ পৃষ্ঠা ;—

"নেছাবোল ইহতেছাবে আছে ;

প্রশ্ন।

পীরদিগের ছেমা জায়েজ কি না ?

উত্তর।

যদি কোরাণ ও ওয়াজের ছেমা হয়, তবে জায়েজ ও মোস্তাহাব আর যদি রাগিনী ও সঙ্গীতের ছেমা হয়, তবে হারাম হইবে, ইহার প্রতি বিদ্বানগণের এজমা ও একমত হইয়াছে। আরতাহারা এসম্বন্ধে তাকিদের সহিত তম্বিহ করিয়াছেন। আর যে বোজর্গ ফকিগণ

ছেমাকে মোবাহ করিয়াছিলেন, তাহারা কামনা বাসনা হইতে পাক ছিলেন, খোদাভীরুতা ও পরহেজগারিতে ভূষিত ছিলেন, পীড়িত ব্যক্তির ঔষধের ন্যায় তাঁহারা উহার মুখাপেক্ষী ছিলেন, এরূপ বোজর্গগণের চিহ্ন এই যে, তাঁহারা কামপ্রবৃত্তি হইতে নির্ম্মল হয়েন, নির্জ্জনে খোদার জেক্‌রে আত্মহারা ও তন্ময় হয়েন, কাহাকে দান করা, কাহারও দান গ্রহণ করা, কাহারও নিন্দাবাদ করা ও কাহারও সুখ্যাতি করা হইতে উদাসীন হয়েন, রুহানি হাবভাবে বিমোহিত হন, ঠাণ্ডা নিশ্বাস ত্যাগ করেন, তাহার প্রতিপালকের আশক্তিতে (শওকে) যে পীড়া তাহার উপর প্রবল হইয়াছে তাহার ঔষধ করেন। এইরূপ লোকের জন্য ছেমার অনুমতি হইতে পারে। (তাঁহাদের) ছেমা জায়েজ হওয়ার কয়েকটি শর্ত্ত আছে, প্রথম এই যে, তাঁহাদের মধ্যে কোন দাড়িবিহীন বালক না হয়। দ্বিতীয় তাঁহাদের দলের মধ্যে তাঁহাদের তুল্য দরজার লোক ব্যতীত অন্য লোক না হয়, ফাছেক, দুনইয়াদার ও স্ত্রীলোক না হয়। তৃতীয় গজল পাঠকারীর নিয়ত খাঁটি হয় যেন বেতন ও খাদ্য গ্রহণের মতলব না থাকে। চতুর্থ খাদ্য ও স্বার্থের আকাঙ্খার জন্য তাহারা দণ্ডায়মান না হন। পঞ্চম জ্ঞানহীন অবস্থা ব্যতীত তাহারা দণ্ডায়মান হন; সত্য ভাব ব্যতীত অজ্‌দ প্রকাশ না করেন। কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, মিথ্যা অজদ প্রকাশ করা এক বৎসর গীবত অপেক্ষা কঠিনতর।

মূল কথা এই যে, বর্ত্তমানকালে ছেমার এজাজত হইতে পারে না, কেননা (হজরত) জোনাএদ (রঃ) তাঁহার জামানায় তওবা করিয়াছিলেন। কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, সম শ্রেণী (আহলোল্লাহ) ও কামনা রহিত গজল পাঠকারীর অভাবে কিম্বা স্বার্থের দোষ উপস্থিত হওয়ায় তিনি তওবা করিয়াছিলেন।”

তফসিরে আহমদি, ৬০৪ পৃষ্ঠা ;—

"এমাম গাজ্জালী উপযুক্ত লোকের ছেমা জায়েজ বলিয়াছেন, উপযুক্ত লোকের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন যে, যাহার হৃদয় (কলব) জীবিত ও নফ্‌ছ মৃত হইয়াছে, কামনা বাসনা রহিত হইয়াছে এবং উক্ত ছেমা তাহাকেসত্যের বিপরিত পথে ধাবিত না করে, সেই উপযুক্ত ব্যক্তি।

আরও উক্ত পীরগণ বলিয়াছেন যে, গজল পাঠকারী ব্যক্তি ঠিক উপরোক্ত প্রকার উপযুক্ত হয় এবং পারিশ্রমিক গ্রহণ ও লোক দেখান শুনান তাহার অভিপ্রায় না হয়, মজলিশে অনুপযুক্ত কোন লোক উপস্থিত না হন, এইরূপ আরও কতকগুলি শর্ত্ত আছে।"

এ জামানার লোকের এইরূপ রীতি হইয়াছে যে, তাহারা মজলিশ সজ্জিত করে, উক্ত স্থানে সুরা পান ও গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে,ফাছেক ও দাড়িবিহীন লোকদিগকে সংগ্রহ করে, গায়ক পুরুষদিগকে ও তায়েফা স্ত্রীলোকদিগকে চেষ্টা করে, তাহাদের নিকট সঙ্গীত শ্রবণ করে, তদ্বারা দুস্প্রবৃত্তির কামনা ও শয়তানি বাসনা চরিতার্থ করে, গায়কদিগকে বহু সামগ্রী দান করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করে, তাহাদের পরম উপকার করিয়া সুনাম লাভ করে, এইরূপ কার্য্য মহা গোনাহ, ইহা হালাল জানিলে নিশ্চয় কাফের হইবে। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কেননা তাহাদের সম্বন্ধে উহা অবিকল ক্রীড়াজনক কথা। এই হেতু আমাদের জামানায় উপযুক্ত লোকের পক্ষে ও উহা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া অনুচিত, কেননা জামানার ফাছাদ এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, প্রত্যেকে উপযুক্ত হওয়ার দাবী করিয়া থাকে।"

রেসালায়-কোশায়রি, ১৮০ পৃষ্ঠা;—

"ওস্তাজ আবু আলি দাক্কাক্‌ বলিয়াছেন, আমি লোকদের পক্ষে ছেমা হারাম, যেহেতু নফস তাহাদের বাকীআছে, সংসারবিরাগীদের

পক্ষে মোবাহ, যেহেতু তাহারা নফছ শুদ্ধ করন জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন, আমাদের সমশ্রেণীদের পক্ষে মোস্তাহাব' যেহেতু তাহাদের কল্‌ব জীবিত হইয়াছে।

(হঃ) জোনায়েদ (রঃ) বলিয়াছেন, যে সময় তুমি (কোন) মুরিদকে ছেমা ভালবাসিতে দেখ, তখন তুমি জান যে, তাহার মধ্যে কিছু বাতীল ভাব আছে।"

আওয়ারেফ ১০৫ পৃষ্ঠা ;—

আবু তালেব মক্কি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাম ও বাসনা বর্ত্তমান থাকা স্বত্ত্বেও ছেমা শ্রবণ করে, উহা হারাম হইবে।

শেখ আবু আবত্তর রহমান ছালাদি বলিয়াছেন, আমি আমার দাদাকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, ছেমা শ্রবণকারীর জীবিত কলব ও মৃত নফছের সহিত ছেমা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, যাহার কল্‌ব মৃত ও নফছ জীবিত, তাহার পক্ষে ছেমা হালাল নহে।

(পীর) জোনায়েদ (রঃ) বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নযোগে ইবলিছকে দেখিয়া বলিলাম, তুমি কি আমাদের দলের উপর জয়ী হইতে পার? সে বলিল, দুই সময় ব্যতীত তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়, আমি বলিলাম, কোন্ কোন্ সময়? সে বলিল, প্রথম ছেমার সময়, দ্বিতীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সময়।

আরও ১১৩।১১৬ পৃষ্ঠা ;—

"কয়েক স্থলে ছেমা এনকার করা উচিৎ, যদি তথায় এরূপ একদল মুরিদ দেখা যায় যে, মুরিদ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের নফছ প্রকৃত মোজাহাদায় অভ্যস্ত হয় নাই কিম্বা গজলপাঠকারী দাড়িবিহীন হয় অথবা তথায় স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত হয় তবে ইহা ফেসক উহার হারাম হওয়ায় মতভেদ নাই।"

এমাম গাজ্জালি 'এহইয়া ওল-উলুম' এর ১৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

যদি ছেমাকারী বেগানা স্ত্রীলোক ও দাড়িবিহীন বালক হয়, উহাতে ফাসাদের আশঙ্কা আছে, এইরূপ ছেমা হারাম।

আরও ১৯৩ পৃষ্ঠা ;—

যদি শ্রোতা এরূপ হয় যে, তাহার মধ্যে কামশক্তি প্রবল থাকে এবং যৌবনের প্রারম্ভে উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে উহা হারাম হইবে।

আরও ১৯৯ পৃষ্ঠা ;—

"(পীর) জুন্নুন মিস্রি ছেমা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, উহা সত্য আগন্তুক, অন্তর সমূহকে সত্যের দিকে লইয়া যায়, যে কেহ সত্যের সহিত শ্রবণ করে, বিচক্ষণ (মোহাক্কেক) হয়, আর যে কেহ নফছের সহিত শ্রবণ করে বড় কাফের হয়।"

এইরূপ মাওলানা ফখরদ্দিন 'তফছিরে হেদাএতে' ছেমার শর্ত্ত লিখিয়াছেন, উহার অভাবে ছেমা হারাম বলিয়াছেন।

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, কোরাণ, হাদিস, এজমাতে গীত, বাদ্য, কাওয়ালি, নর্ত্তন, কুর্দ্দন স্পষ্ট হারাম। চারি তরিকার পীরগণের মতেও বর্ত্তমানকালের ছেমা, গীত স্পষ্ট হারাম ও কাফেরি। চিশতিয়া তরিকার পীরগণ কখনও এইরূপ সঙ্গীত ও কাওয়ালি করিতেন না, আরও পীরগণ যেরূপ ছেমা করিতেন উহা সঙ্গীত, কাওয়ালি নহে, তাহাও শর্ত্তভাবে বর্ত্তমান কালে হারাম।

ইহাই ফুরফুরার হজরতের মত, ইহাই রসুল ও পীরগণের মত, বাগমারির বেদাতি খোন্দকার কাওয়ালি জায়েজ বলিয়া হজরতের পথ ত্যাগ করিয়া শয়তানের পথে ধাবিত হইয়াছেন কিনা, তাহা পাঠকের বিচারাধীন।

বাগমারির লেখক তাহার ভ্রান্তিনামায় লিখিয়াছে যে, খোদা-তা'লা কাওয়ালি জায়েজ হওয়ার মোনকেরের শানে ছুরা বাকারের এই আয়ত যথা ;—

ولا تتبعوا خطوات الشيطان الخ ●

নাজিল করিয়াছেন।

পাটক, এই আয়তের প্রকৃত অর্থ এই যে, তোমারা শয়তানের পদ চিহ্নানুসরণ করিও না ; কেন না নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুষ্মন।

এক্ষণে ধড়িবাজ লেখককে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তাহার মনোক্ত ও শরিয়ত বিরুদ্ধ মতের পোষকতা সম্বন্ধে এই আয়তের কোন অক্ষর অনুকুল হইবে।

হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি স্বীয় মন মত কোরাণ শরিফের ব্যাখ্যা করে, সে যেন নিজ স্থান জাহান্নামে ঠিক করিয়া লয়। হজরতের হাদিস অনুযায়ী লেখক কোরাণ শরিফের অর্থ নিজ মন মত করিয়া জাহান্নামের কোন স্থান নিজের জন্য স্থির করিয়াছে তাহা সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করিতে বাধ্য।

নিম জাহেল লেখক স্বীয় শয়তানী মতের দলীলস্বরূপ মাওলানা রুমী সাহেবের কওল উদ্ধৃত করিয়াছে যথা ;—

اَئی بسا ابلیس آدم روئی هست الخ ●

অর্থাৎ বহু ইবলিছ (শয়তান) মানবাকৃতিতে বিরাজমান অতএব প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়া তলকিন হইও না।

পাঠক, এসলামের মূল স্বরূপ কোরাণ, হাদিস এমাম ও পীর গণের কওল হইতে অকাট্য রূপে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, গান, বাদ্য রাগ রাগিনী, কাওয়ালি প্রভৃতি কঠিন হারাম, যাহারা উহা করে বা করা জায়েজজানে ও হারামহওয়ার মোনকের হইয়া খোদা রসুল ও এমামগণের বিরুদ্ধবাদী হইয়াছে, তাহাদিগেরই শানে উপরোক্ত

আয়ত ও মাওলানা রুমীর কওল প্রযুজ্য কিনা, তাহা বিজ্ঞ পাঠক চিন্তা করুন।

খোদা রসুল ও সত্য পীরগণের মোখালেফ বাগমারির বেদাতী লেখকই যে 'ইবলিচ আদম রুয়ে' অর্থাৎ মনুষ্যাকৃতি ইবলিচ হইয়া খোদাতা'লার আয়ত শরীফে বর্ণিত শয়তানের পদচিহ্ন ধরিয়া নিজকে ও অনুচরগণকে জাহান্নামের দিকে লইতেছে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

লেখক ৩য় পৃষ্ঠায় সুরা নেছার আয়তটি—

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله الخ ★

উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় জাহেলী বিদ্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছে যে, হে ইমানদারগণ খোদাতা'লাকে ভয় কর ও তাঁহার ফরজগুলির হুকুম মান্য কর ও রসুলের সুন্নতের আদেশানুবর্তী হও এবং তোমাদের হাকেমের হুকুম মান্য কর অর্থাৎ পীরে তরিকতের হুকুম মান্য কর, কেননা তাঁহারাই নায়েবে নবী। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে 'ফরজগুলি' 'সুন্নত' 'পীরে তরিকত' ও 'পীরে তরিকতই নায়েবে নবী' ইত্যাদি মনোক্তি কথা এই আয়তে কোথায় আছে? ইহাকেই কি কোরাণ শরিফ চুরি করা বলে না?

পাঠক, শরিয়তের আহকাম ৮টি যথা ;—ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত, মোস্তাহাব, হালাল, হারাম, মকরুহ, মোফসেদ, লেখকের গাঁজাখুরী ব্যাখ্যায় শুধু ফরজ সুন্নতের বিবরণ পাওয়া যায়, বাকী ছয়টি মানা করিতে কাহার পায়রবি করিতে হইবে? জানাজা নামাজ ফরজে কেফায়া এবং ইহা রসুলের হুকুমে প্রমাণিত ফরজ ; লেখক বলিয়াছে যে, খোদার ফরজ ও সুলের সুন্নত মান্য করিতে হইবে ; কিন্তু জানাজা নামাজ খোদার হুকুমে প্রমাণিত ফরজ ও রসুলের সুন্নত নয় ; যেহেতু মান্য করা বেদাতীদের মজহাবানুযায়ী নিষিদ্ধ ও ইহা পাঠ করিলে রসুলের খেলাফ হইবে ও তাহাদের লিখিত উক্ত পৃষ্ঠার

* جو رسول کے خلاف چلا وہ امت سے نکل گیا ہے *

দলীল অনুসারে হজরতের উম্মত হইতে খারিজ হইতে হইবে ; কিন্তু তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধিতে।

তফসির, কবির, মায়ালেম, খাজেন, মাদারেক, রুহুল বায়ান, রুহুল মায়ানি, এবনে জরির, এবনে কছির, নায়ছাপুরী, দোর রে মুনছুর, আহমদী, ছেরাজাম্মুনির, মনির, বাহরে মুহিত, বায়জাবী, মোজহারী (আর কত নাম করিব) প্রভিতি বিখ্যাত তফসির সমূহে 'উলোল-আমর' এর অর্থ 'মোসলমান বাদশাহ ও শরিয়তের আলেম' বলিয়া লিখিত আছে; পীরে তরিকত কোন তফসিরে নাই বরং মকতুবাতে এমাম রাব্বানীতে লিখিত আছে যে, শরিয়তে মছলা, মাসায়েল গ্রহণ করিতে তরিকতের পীরগণের কথা গ্রহণীয় হইবে না, তদস্থলে এমাম আবু হানিফা ও তাঁহার শিষ্যগণ এবং শরিয়তের আলেমগণের কথা গ্রহণীয় হইবে। প্রিয় পাঠক, বাগমারীর বেদাতি লেখকের বিদ্যাবুদ্ধির বহর দেখিলেন ত ?

এই পচা বিদ্যা লইয়া তাহারা আলেম ও পীরকুল রত্ন ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলার বিরুদ্ধে কলম চালাইয়া ঘোর দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছে।

উক্ত মহামান্য পীর সাহেবের একজন সামান্য শিষ্যের এলেমের তুলনায় বেদাতি লেখকের মত বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন সহস্র গণ্ডা লোকের এলম অতি হীন ও নগণ্য ; লেখকের দল যদি স্বীয় নীচ প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া হজরত পীর সাহেব কেবলার একজন সামান্য শিষ্যের নিকট অন্ততঃ পক্ষে ১০।১৫ বৎসর আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করতঃ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কোরাণ, হাদিস, তফসির, ফেকহ, শরিয়ত, তরিকত, হকিকত, মারেফাত শিক্ষা লাভ করে, তবে প্রকৃত জ্ঞানের আলোক কিছুটা পাইতে পারে নতুবা 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'।

কোরাণ শরিফে খোদাতা'লা বলিয়াছেন ;—

يا ايها الذين امنوا كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا الخ

"হে ইমানদারগণ তোমাদের জন্য যে হালাল খাদ্য রেজেক নিরুপিত হইয়াছে তাহা ভক্ষণ কর।"

এই আয়ত দ্বারা প্রত্যেক হালাল খাদ্যকে হালাল বলিয়া বিশ্বাস করা ও তাহার কোন্ একটার উপর ঠাট্টা বিদ্রূপ না করা মোসলমানের প্রতি ফরজ, ইহার খেলাপ করিলে ইমান নষ্ট হইয়া যায়।

কোরাণ শরিফে আরও আছে ;—

كلوا رزقكم الله الخ *

"তোমরা আল্লাহতায়ালা যাহা তোমাদিগের জীবিকা দান করিয়াছেন, তাহা ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদচিহ্ন সমূহের অনুসরণ করিও না। আটটি বস্তু, মেষ হইতে দুইটি (পুং ও স্ত্রী), ছাগল হইতে দুইটি... উট হইতে দুইটি এবং গরু হইতে দুইটি।"

এই আয়ত হইতে গোমাংস ভক্ষণ না করা শয়তানের অনুসরণ করা বলা হইয়াছে।

মেশকাত, ৩৩৯ পৃষ্ঠা ;—

"(জনাব) নবি (সাঃ) মদিনা শরিফে আগমন পূর্ব্বক একটি উট কিম্বা গরু জবাহ করিয়াছিলেন।"

উপরোক্ত আয়ত ও হাদিস সমূহ ছাড়া আরও বহু আয়ত শরিফ ও হাদিস দ্বারা সপ্রমাণিত আছে যে, গরুর গোস্ত খাওয়া হালাল ইহার মোনকের হইলে এবং ঘৃণা পূর্ব্বক অথবা ঠাট্টা করিয়া গরুর গোস্ত খাওয়া ত্যাগ করিলেও কাফের হইতে হয়।

বাগমারির ভূইফোড় লেখক তিন পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে,—

کائے گوشت کھانا اور گاڑی بھر کتاب پڑھنا اور پلاؤ قورمہ
کھانا لباس فاخرہ میں گرفتار رہنا اور تین تین چارچار
بیبیاں کرنا سنت رسول جاننا اور نائب رسول کا دعوی
کرنا محض نادانی ہے *

অর্থাৎ "গরু গোস্ত খাওয়া, গাড়ী গাড়ী কেতাব পাঠ করা, কোরমা পোলাও খাওয়া, মূল্যবান পোষাক পরিধানে রত থাকা ও তিন চারিটি নেকাহ করা রসুলের সুন্নত বলিয়া জানা (মহজ নাদানী) একান্ত ভ্রম।"

(ঙ) কোরাণ হাদিসের বিপরীত লেখক, খোদা রসুলের নির্দ্দেশিত গরু গোস্ত খাওয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্ত্তব্য, আর শয়তান ভক্ত এবং মুসলমান বিদ্বেষী হিন্দুর পদ লেহনকারী লেখক বলে যে উহাকে সুন্নত জানা একন্ত ভ্রম। এসলাম দ্রোহী খান্নাছের সহচর আর কাহাকে বলে?

পাঠক, কোরাণ শরীফে খোদাতায়ালা বলিয়াছেন:—

انما يخشى الله من عباده العلماء

অর্থাৎ নিশ্চয় বান্দাগণের মধ্যে (প্রকৃত) আলেমগণই খোদাকে ভয় করেন।

ছহি তেরমজিতে আছে,—

فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد *

অর্থাৎ হজরত বলিয়াছেন, একজন ফকিহ আলেম শয়তানের পক্ষে হাজার জন দরবেশ অপেক্ষা দুস্তর।

হাদিসে আরও আছে:—

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ★

অর্থাৎ খোদা কাহারও মঙ্গল কামনা করিলে, তাহাকে দিনের ফকিহ, আলেম করেন। এইরূপ বহুবিধ আয়ত ও হাদিস দ্বারা সপ্রমানিত আছে যে, ফকিহ আলেম নিরক্ষর দরবেশ অপেক্ষা বহু-গুণে শ্রেষ্ঠ।

লেখক লিখিয়াছেন যে, গাড়ী গাড়ী কেতাব পাঠ করা ও তাহাকে সুন্নত জানা একান্ত ভ্রম; এক্ষণে বিবেচক পাঠক, বিচার করুন যে, গাড়ী গাড়ী কেতাব পাঠ করা নাদানী (ভ্রম) হইলে ফকিহ

আলেমগণ ভ্রমপূর্ণ হইলেন কিনা এবং খোদা রছুলের কথাকে ভ্রমাত্মক বলা হইল কিনা, সঙ্গে সঙ্গে খোদা, রছুল ও ফকিহ আলেমকে নাদান বলিয়া জাহান্নামীও এসলামের দুষমন হইতে হইল কিনা? কেননা গাড়ী গাড়ী কেতাব পাঠ করা নাদানী হইলে, খোদা রছুল প্রশংসিত ফকিহ আলেম হইবেন কিরূপে? বাগমারি বেদাতিরা গাজায় দম টানিয়া কি গাড়ি গাড়ি কেতাব পাঠ করা ও পাঠকারীকে ঘৃণা করিতে ধাবিত হইল?

আশবাহোন্নাজায়ের ও নেছাবল এহতেছাব প্রভৃতি কেতাবে আছে:—

الاستهزاء بالعلم و العلماء كفر *

"(দিনের) এলম ও আলেমকে ঘৃণা করিলে কাফের হইতে হয়" এক্ষণে বাগমারির লেখকের উপর (যাহার অদৃষ্টে বোধ হয় একখানা কেতাব পাঠ ও জুটে নাই) এসলাম অনুযায়ী কি ফতোয়া হইবে তাহা বুঝুন।

প্রসিদ্ধ ফতোয়ার কেতাব রদ্দোল মোহতারের ৫/২৩৯ পৃষ্ঠায় আছে, এবাদতের লাভ উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খাদ্য খাওয়া মোবাহ। দোর্রোল মোখতারে আছে, ভিন্ন ভিন্ন ফল খাওয়া মোবাহ। ইহা দ্বারা দরবেশী বা ফকিরির কোনই ক্ষতি হয় না।

কোর-আণ ছুরা আনয়াম:—

يا ايها الذين امنوا لاتحرموا طيبات ما احل الله لكم

হে ইমানদারগণ, তোমরা খোদাতায়ালা যাহা তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন, এইরূপ পাক বস্তু সকল হারাম করিও না।"

উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় তফসির মায়ালেম ও খাজেনের ২/৭০ পৃষ্ঠায়, মাদারেকের ১/২২২ পৃষ্ঠায়, কবিরের ৩/৪৪০ পৃষ্ঠায়, এবনে জরিরে ৭/৬—৮ পৃষ্ঠায়, বয়জবির ২/১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, একদল সাহাবা ভাল ভাল খাদ্য ভক্ষণ ও সুস্বাদু শরবত পান ত্যাগ

করিতে, বৎসর ব্যাপি রোজা ও রাত্রি জাগরণ করিতে ও চট পরিধান করিতে জমিতে ভ্রমণ করিতে, লিঙ্গ ছেদন করিতে, স্ত্রী ও সুগন্ধি বর্জন করিতে এবং মাংস চর্ব্বি ভক্ষণ ত্যাগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তখন হজরত বলিয়াছিলেন, আমি ঐরূপ কার্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হই নাই, আমি মাংস ও তৈলাক্ত বস্তু খাইয়া থাকি রোজা এবং এফতার করিয়া থাকি, স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকি, যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের প্রতি এনকার করিবে, আমার (উম্মত) হইতে খারিজ হইবে। হজরত (সাঃ) মোরগি, ফালুদা ভক্ষন করিতেন, তিনি হালওয়া ও ঘৃত পছন্দ করিতেন। (পীর শ্রেষ্ঠ) হাসান (বাসারি) তৈল পরিপক্ক মোরগ, ফালুদা ইত্যাদি রকম রকম খাদ্য খাইতে বসিয়া ফরকদকে না দেখিয়া বলিলেন যে, সে কি রোজা রাখিয়াছে ? তাহারা বলিলেন না, সে এই রকম খাদ্য খাওয়া নাপসন্দ করে, ইহাতে তিনি তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন। লোকে উক্ত হাসান বাসারিকে বলিয়াছিলেন যে, অমুকে ফালুদা খায় না। তিনি বলিয়াছিলেন, সে ঠাণ্ডাপানি পান করে কি ? তাহারা বলিলেন হাঁ, তিনি বলিলেন, সে জাহেল, ইহা অপেক্ষা ঠাণ্ডাপানি বড় নিয়মত। ইহাতে বুঝা যায় যে, সুস্বাদু খাদ্য বস্তু ত্যাগ করা খৃষ্টান পাদরী ও তাপসদের রীতি।

পাঠক, হজরত নবিয়ে করিম, সাহাবাগণ, এমাম ও পীরগণ সময় সময় ভাল খাদ্য খাইয়াছেন। নাদান লেখক ভাল খাওয়াকে (কোর্ম্মা, পোলাও প্রভৃতি) মহজ নাদানী লিখিয়া রসুল ও সাহাবাগণ প্রভৃতির কার্য্যকে নাদানী বলিয়া নিজে নাদান ও খোদা রসুলের দুশমন হইল কিনা ?

কোরাণ শরিফে আছে :—

فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى و ثلث و رباع ٥

(হে ইমানদারগণ) তোমাদের পছন্দানুযায়ী (হালাল হইলে

ফক্কড়বাজ লেখক ৬ পৃষ্ঠায় নিজেদের মনগড়া একটী কবিতা আওড়াইয়া বলিয়াছে, এলম জাহেরীতে খোদা পাওয়া যায় না এবং মোর্শেদ সাহেব খাঁটি মুরিদকে চক্ষু দ্বারা খোদা দেখাইয়া ছাড়েন। কি ঘোর কুফরী কালাম!

পাঠক, ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে আছে, হজরত নবি (দঃ) বলিয়াছেন,—

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع

অর্থাৎ এলম (জাহেরী) শিক্ষা মানসে বহির্গত হইলে, প্রত্যাবর্তন পর্য্যন্ত খোদার পথে থাকা হয়।

মেশকাতে আছে :—

طلب العلم فريضة على كل مسلم ★

অর্থাৎ এলম শিক্ষা করা (যতটুকু শিক্ষা করিলে শরিয়তের আবশ্যকীয় বিষয়গুলি জানা যায়) প্রত্যেক মোছলমানের প্রতি ফরজ।

নবি করিম আরও বলিয়াছেন যে, যে মোছলমান এলমের প্রচার মানসে এলম (জাহেরী) শিক্ষা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয় খোদাতা'লা তাহাকে বেহেশতে (নবুয়ত ব্যতীত) নবীগণের সমান মর্য্যাদা দিবেন।

হাদিসে আরও আছে, এক ঘন্টা কাল এলম (জাহেরী) শিক্ষা করা সমস্ত রাত্রের জাগরণ (জেকর আজকার প্রভৃতি নফল এবাদত) অপেক্ষা উত্তম।

এতদ্ব্যতীত আরও বহু হাদিস ও আয়ত দ্বারা জাহেরী এলম প্রশংসিত হইয়াছে, আর জাহেলে মোরাক্কাব লেখক তাহাকে খোদা প্রাপ্তির পথ নয় বলিয়া 'জিন্দিক' হইল কিনা, তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণ শ্রবণ করুন।

তরিকতের পীর ও এমামগণ বলিয়াছেন যে,—

من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق ✪

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এলম জাহেরী শিক্ষাপূর্ব্বক ফকিহ না হইয়া তাছাওয়ফ শিক্ষা করিল (আকায়েদ ঠিক রাখিতে না পারিয়া), সে জিন্দিক (কাফের) হইল। যে ব্যক্তি এলম জাহেরীতে ফকিহ হইয়া তাছাওয়ফ শিক্ষা করিল না, (সে কাফের হইবে না) গোনাহগার হইল এবং যে ব্যক্তি (অর্থাৎ এলম জাহেরী ও তাছাওয়াফ) শিক্ষা করিল, সেই বিচক্ষণ হইল।

লেখকের মানিত শেখ ছাদী (রঃ) বলিয়াছেন :—

علم باطن همچون مسکه علم ظاهر همچون شیر
کی بود بی شیر مسکه کی بود بی پیر پیـــر

অর্থাৎ এলম বাতেন মাখন ও এলম জাহের দুগ্ধতুল্য দুগ্ধ ব্যতীত মাখন কবে হইবে ও কবে বিনা পীরে (প্রকৃত) পীর হইতে পারে ?

আরও বলিয়াছেন :—

زاهـــد بی علـــم خانـــهٔ بی در
عالـــم بی عمـــل درخت بی بر

অর্থাৎ এলম জাহেরী হীন ফকির দ্বারহীন গৃহের তুল্য ও বেআমল আলেমগণ ফলহীন বৃক্ষ তুল্য, অর্থাৎ দ্বারহীন গৃহে যেমন প্রবেশ করা যায় না, তদ্রূপ জাহেরী এলম না শিখিলে বাতেনী এলমের গৃহে প্রবেশ করা যায় না এবং যদ্রূপ দ্বারহীন গৃহ হইতে অনায়াসে দস্যুগণ ধনরাজি অপহরণ করিতে পারে, তদ্রূপ জাহেরী এলম হীন দরবেশের নিকট হইতে শয়তান সহজে ইমানরত্ন চুরি করিয়া লইতে পারে।

পাঠক দেখুন, বেদাতি লেখক এলম জাহেরীকে ঘৃণা ও খোদা-প্রাপ্তির পথ নয় বলিয়া কিরূপে ইমান নষ্ট করিল।

কোরাণ পাকে আল্লাতা'লা এরশাদ করিয়াছেন :—

لن تراني يموسي

যখন হজরত মুসা (আঃ) তুর পর্ব্বতে যাইয়া খোদাতা'লাকে দেখিতে বাসনা করেন, তখন সর্ব্বশক্তিমান আল্লাতা'লা তিরস্কার ভাবে বলিয়াছিলেন, "হে মুসা ! আমাকে দেখিতে পাইবে না। কোরাণ মজিদে আরও আছে যে, যখন তজল্লি পতিত হইল, তখন মুসা (আঃ) সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন।"

এই আয়ত দ্বারা স্পষ্টই জানা গেল যে, তজল্লি খোদা নয়, যদি তাহা হয়, তবে খোদাতায়ালার উক্ত অয়াত।

لن تراني الخ o

অর্থাৎ "আমাকে কখনও দেখিতে পাইবে না" মিথ্যা হইয়া যায় এবং এইরূপ ধারণাকারী কাফের।

কোরাণ শরিফের সুরা আনয়ামে আছে ;—

لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار o

অর্থাৎ চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না, তিনি চক্ষুকে দেখেন। তফসির এবনে জরিরে ও নায়ছাপুরীর ৭ম খণ্ডে ও অন্যান্য তফসিরে বর্ণিত আছে যে, খোদাতা'লা মখলুককে দেখেন, মখলুক (পৃথিবীতে) খোদাকে দেখিতে পাইবে না।

বাগমারীর লেখক বলে যে, মোর্শেদ انكهوں سے ديكها ديكهاسے

এক্ষণে পাঠক ভাবুন, খোদা দর্শক বেদয়াতি দল শয়তানের সঙ্গী ও কাফের হইল কিনা ?

খুব সম্ভব তাহারা তাহাদের শয়তান খোদা দেখিয়া থাকিবে, নতুবা এরূপ কুফুরী কালাম মোসলমানের মুখ ও কলম হইতে বহির্গত হইবে কিরূপে ?

কোরাণ, হাদিস, এলমে তাছাওয়ফে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লেখক و ابتغوا اليه الوسيلة আয়তটির অর্থে লিখিয়াছেন যে, পীর ধরা ফরজে আয়েন, যে ব্যক্তি পীরের নিকট মুরিদ না হইয়া মরিয়া যায়, সে নিশ্চয় কাফের হইয়া মরে।

পাঠক, পীরশ্রেষ্ঠ মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী (রঃ) কওলোল জমিলের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

فاعلم ان البيعة سنة الخ ٥

অর্থাৎ মুরিদ হওয়া সুন্নত।

আরও লিখিয়াছেন :—

لكن لاجماع علي انها ليست بواجبة الخ *

অর্থাৎ মুরিদ হওয়া ওয়াজেব নহে, সুন্নত বলিয়া সমস্ত পীর ও এমামগণের এজমা হইয়াছে।

আরও আছে যে :—

و لم ينكر احد من الائمة علي تركها الخ *

অর্থাৎ দীন এসলামের এমামগণ মুরিদ না হওয়া ব্যক্তির উপর এনকার করেন নাই (কাফের বলেন নাই)। প্রকৃত কথা এই যে, মুরিদ হওয়া সুন্নত। যদি কেহ মুরিদ হইবার অগ্রেই মারা যায়, তবে তজ্জন্য সে কিছুতেই কাফের হইবে না।

বাগমারির লেখক পীর ধরা ফরজে আয়েন ও বে-পীর নিশ্চয়ই কাফের হইয়া মরে ইত্যাদি গাজাখুরী কথা লিখিয়া নিজে কাফের হইল কিনা, তাহা হজরত নবি করিমের এই হাদিসটি স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে যথা :—

لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذالك - بخاری

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফাছেক কিম্বা কাফের নয়, তাহাকে ফাছেক কিংবা কাফের বলিলে, যে বলে সেই ফাছেক কিংবা কাফের হয়; ছহিহ বোখারী।

যে আয়াত অছিলা চেষ্টা করার হুকুম করা হইয়াছে, উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় তফসিরে বয়জবি ২।১৪৮ পৃষ্ঠায়, কবিরের ৩।৩৯৯ পৃষ্ঠায়, এবনে জরিরের ৬।১৩১।১৩২ পৃষ্ঠায়, মায়ালেম ও খাজেনের

২ ৩৯ পৃষ্ঠায় ও তফসিরে মাদারেকের ১।২১০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, 'অছিলা' শব্দের অর্থ এবাদত, কোরবত ও নেকির কার্য্যকলাপ আয়তের মর্ম্ম এই যে, তোমরা এবাদতের কার্য্যগুলি কর ইহাতে পীর অনুসন্ধান কিরূপে সাব্যাস্ত হইবে ? কোন কোন তরিকত পন্থী উহার মর্ম্ম পীর অনুসন্ধান হইলেও উহা অকাট্য দলীল হইতে পারে না বা উহা হইতে উহার ফরজ হওয়া সাব্যস্ত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়, যাহার পীর নাই, তাহার পীর শয়তান হইবে, লেখক ইহাকে হাদিস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা হাদিস নহে; তবে লেখকের পীর গ্রহণ ফরজ হওয়ার দাবী ইহাতে কিরূপে সাব্যস্ত হইবে ?

অন্য কোন প্রমাণে পীর গ্রহণ ফরজ হইলেও ফরজ ত্যাগ করিয়া মরিলে যে কাফের হইবে, ইহার প্রমাণ কোথায় ? বিনা এনকারে ফরজ ত্যাগে কাফেরী ফৎওয়া দেওয়া খারিজিদের মত।

বাগমারীর লেখক 'গোমরাহী' পুস্তকখানার ৭ পৃষ্ঠায় হজরতের একটি হাদিসকে গড়িয়া পিটিয়া মন মত করিয়া স্ব সমাজের নিকট খুব বাহবা লইয়াছে, প্রকৃত হাদিস চুরি করিয়া লিখিয়াছে ;—

ان الله لاينظر الى صور كم ولا الى اعمالكم ينظر الى قلوبكم ونياتكم ٥

অর্থাৎ "খোদা তোমাদের বাহ্যিক রূপ ও আমলের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না বরং দেল ও নিয়েত দেখিবেন।" লেখক বোধ হয় বস্তু বিশেষে দম টানিয়া লিখিতে বসিয়াছিল' নতুবা এরূপ উন্মাদের ন্যায় ভুল করিল কেন ? নিজ পুস্তকের ৪ পৃষ্ঠায় সুরা বাকারের

و الذين امنوا و عملوا الصلحت اولئك اصحب الجنة

অর্থাৎ "যাহারা ইমান আনিয়াছে ও নেক আমল সমূহ করিয়াছে তাহারাই বেহেশতের অধিবাসী।"

এই আয়তটি উদ্ধৃত করিয়া আমল করিবার জন্য বলিয়াছে, আবার ৭ পৃষ্ঠায় লিখিল যে, খোদা আমল দেখিবেন না! ইহাদের জন্য কি পাগলা গারদ নাই? প্রকৃত হাদিসটি এইরূপ ভাবে মেশকাতের ৪৫৪ পৃষ্ঠায় আছে, যথা;—

ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم و لکن ینظر الی قلوبکم و اعما لکم *

অর্থাৎ খোদা তোমাদের বাহ্যিক রূপ ও ধন সম্পত্তি দেখিবেন না বরং অন্তর (ইমান) ও আমল দেখিবেন।

হাদিস কুদ্ছিতে আছে, কেয়ামতের দিবসে খোদা বলিবেন,

ایتو نی باعمالکم ولا تاتو نی بانسابکم *

অর্থাৎ তোমাদের আমল লইয়া আইস, বংশ মর্য্যাদা লইয়া আসিও না। মাওলানা কেরামত আলি সাহেবের কেতাবে হাদিস কোরাণানুযায়ী লেখা আছে যে,

کم ذکا اٹیکا و ھات اعمال بنی *

অর্থাৎ কেয়ামতে আমল ব্যতীত কিছুই কাজে আসিবে না, লেখক সেই 'নাজাত দেহান্দ' আমল পরিত্যাগ করিয়া হাবিয়া দোজখের বাসেন্দা হইবে কিনা?

প্রবঞ্চক লেখক 'গোমরাহা' পুস্তকখানির আগা গোড়া কোরাণ হাদিস জাল ও অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া এসলামের দুশ্মন ও শয়তানের প্রিয়পাত্র হইয়াছে কিনা?

বাতুলের দল উক্ত ভ্রান্তিময় পুস্তকে তাপসকুল রত্ন 'কোদ অতুছ ছালেকীন' জোবদাতো'ল-আরেফীন, শয়খোল-মোহাক্কেকীন, হাদিয়ে দওরান, মোজাদ্দেদে জমান কোতবোল আকৃতাব মাওলানা শাহ সুফী (ফুরফুরা নিবাসী) হজরত পীর সাহেব কেবলা (সিদ্দীকি অল্ কোরায়শী) সাহেবের উপর নানাবিধ অপবাদ দিয়া জাহান্নামের

পথ প্রশস্ত করিয়াছে। যে পীরে কামেলের নিকট জগতের লক্ষ লক্ষ লোক ও সহস্র সহস্র আলেম, ফাজেল, কারী, মুফতি, অলিউল্লাহ প্রভৃতি এসলাম বরেণ্য ব্যক্তিগণ মুরিদ হইয়া এলম জাহেরী ও বাতেনী শিক্ষা পাইতেছেন, যাহার খলিফাদের নিকটেও সহস্র সহস্র লোক কামেল হইতেছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে যিনি আজ ইসলাম তরণীর কর্ণধারের ন্যায় শরিয়ত, তরিকত, হকিকত মা'রেফাত সামাজিক ও রাজনৈতিক জ্ঞানের বিশারদ ও পরিচালক হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজকে অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন, সেই এসলাম জগতের দীপ্ত সূর্য্যের বিরুদ্ধে চর্ম্মচটিকা সদৃশ বেদাতি দলের হিংসান্ধ লেখক কলম চালাইয়া নিজের ইমানের উপর খড়্গাঘাত করিয়াছে।

পীরান পীর হজরত আবদুল কাদের জীলানী (রঃ) স্বীয় ফতুহোল গায়েব কেতাবে লিখিয়াছেন যে,।

الحقيقة لا يشهد عليها الشرع فهى زندقة

অর্থাৎ শরিয়ত যে হকিকতের সাক্ষ্য না দেয়, তাহা কাফেরি হইবে।

তিনি মলফুজাতে আরও বলিয়াছেন, যথা :—

من لم يكن الشرع رفيقة فى جميع احواله فهو هالك مع الهالكين *

অর্থাৎ যে তরিকতপন্থীর সহিত সর্ব্বাবস্থায় শরিয়ত সঙ্গী থাকে না, উক্ত তরিকতপন্থী জাহান্নামীদের সহিত জাহান্নামে যাইবে।

শেখ জোনায়েদ বাগদাদী (রঃ) বলিয়াছেন :—

ان طريقتنا هذا مشيدة بالكتاب والسنة ٥

অর্থাৎ নিশ্চয় আমাদের (মোসলমানদের) তরিকত কোরাণ হাদিস দ্বারা দৃঢ় করা হইয়াছে।

তিনি আরও লিখিয়াছেন :—

كل طريقة ردته الشريعة فهو زندقة ٥

অর্থাৎ প্রত্যেক তরিকত যাহাকে শরিয়ত রদ করে তাহা কাফেরী।

তাহ,তাবিতে আছে ;—

لیست الحقیقة خارجة عن الشریعة ★

অর্থাৎ হকিকত তরিকত হইতে পৃথক নহে।

উল্লিখিত প্রমাণ কয়টি ছাড়া আরও বহু প্রমাণে প্রমাণিত আছে যে, শরিয়তের পূর্ণ আমলকারী না হইলে কিছুতেই তরিকত হস্তলাভ করা যাইতে পারে না। ফুরফুরার হজরত পূর্ণরূপে শরিয়ত আমলকারী, তাঁহার দ্বারা কখনও কোন শরিয়ত বিরুদ্ধ কার্য্য (গান, বাদ্য কাওয়ালী, পীর পূজা দর্গাপূজা, প্রভৃতি) সম্পাদিত হয় নাই, যেহেতু তিনি খোদা রসুল ও পীরগণের বর্ণিত ও প্রশংসিত শরিয়ত, তরিকত হকিকত, মা'রেফাত রত্নের সমুদ্র ও এসলাম জগতের সম্রাট তুল্য। তাঁহার যশঃ প্রতিভা দর্শনে বেদাতী প্রভৃতি ধর্ম্মান্ধ হিংসুক দল প্রলাপের ন্যায় কত কি বকিতেছে ও লিখিতেছে, কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদাতা'লা কোরাণ শরিফে বলিয়াছেন ;—

و الله متم نوره و لو كره الكافرون ●

অর্থাৎ খোদাতা'লা তাঁহার জ্যোতিঃ প্রজ্জ্বলিত করিবেন, যদিও তাহা কাফেরগণের অবাঞ্ছনীয়।

মাওলানা লিখিয়াছেন ;—

چراغ را که ایزد برفروزد
کسی کوتف زند ریشش بسوزد

অর্থাৎ যে চেরাগ খোদা প্রজ্বলিত করেন, তাহা থুথু দ্বারা নির্ব্বাণ করিতে গেলে নিজের দাড়ী ভস্মীভূত হইয়া যায়।

گر نه بیند بروز شپره چشم
چشمهٔ آفتاب راچه گناه

অর্থাৎ চামচিকা যদিও দীপ্ত সূর্য্যের কিরণ সহ্য করিতে পারে না, তথাচ ইহাতে সূর্য্যের কি অপরাধ।

বিরুদ্ধবাদী লেখকদের হাব ভাব দর্শনে হজরত মাওলানা রুমী সাহেবের কথা মনে পড়ে, যথা :—

مه فشاند نور سگ غوغو کند
هر کسی بر خلقت خود می تند
چون بتابد ماه انور از سماک
ماه را از غوغو کلبان چه باک

অর্থাৎ চন্দ্র কিরণ বিস্তার করে এবং কুকুর পাল ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে। প্রত্যেক নিজ প্রকৃতির অনুসারে কার্য্য করে। যখন উজ্জ্বল চন্দ্র (তাহার নিয়মানুযায়ী) আকাশ হইতে কিরণ দান করিতে থাকে, তখন সারমেয় দলের ঘেউ ঘেউ শব্দে তাহার কি ক্ষতি।

প্রিয় ভাই মোসলমানগণ, ছহিহ মোসলেমে আছে, হজরত নবি করিম (সাঃ) বলিয়াছেন :—

ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ●

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এই এলম দিন হইতেছে, অতএব তোমরা তাহার অবস্থা পরিদর্শন কর যাহার নিকট হইতে দিন শিক্ষা করিবে।

খোদাতা'লা বলিয়াছেন :—

فسئلوا اهل الذكر o

অর্থাৎ "জ্ঞাতাকে জিজ্ঞাসা কর।" এই হেতু যাহার নিকট মুরিদ হইতে হইবে অথবা মছলা শিক্ষা করিতে হইবে, সর্ব্বাগ্রে দেখা উচিত যে, সে ব্যক্তি উপদেষ্টা বা পীর হইবার যোগ্য কিনা।

কওলোল জমিল ১৬/২১ পৃষ্ঠা, এরশাদোত্তালেবিন ২৬৩ পৃষ্ঠা ও ফতোয়ায় আজিজির ২য় খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠায় পীর হইবার শর্ত্ত সমূহ বর্ণিত আছে;—বর্ণিত শর্ত্ত পাঁচটি না থাকিলে, তাহার নিকট মুরিদ

হইলে ভ্রান্ত পথে পতিত হইতে হয়। শর্ত্ত সমূহ যথা :—

فشرط من يأخذ البيعة امور احدها علم الكتاب و السنة الخ

অর্থাৎ যাহার নিকট মুরিদ হইতে হইবে, তাহার শর্ত্ত সমূহের প্রথমটি এই যে, কোরাণ, হাদিস, তফসির প্রভৃতি পাঠ করা চাই ও তাহা বুঝিবার জন্য যথেষ্ট এলম জাহেরী থাকা চাই। আবশ্যকীয় ফেকহ অবগত হওয়াও শর্ত্ত।

و الشرط الثاني العدالة و التقوي الخ ✪

দ্বিতীয় শর্ত্ত এই যে, ন্যায়পরায়ণ ও পরহেজগার হওয়া চাই।

و الشرط الثالث ان يكون زاهدا فى الدنيا و راغبا فى الاخرة الخ *

তৃতীয় শর্ত্ত এই যে, তিনি সংসারাশক্ত নহেন ও পরকালের জন্য অকৃষ্ট থাকেন।

و الشرط الرابع ان يكون آمرا بالمعروف و ناهيا عن المنكر الخ o

চতুর্থ শর্ত্ত, শরিয়তের হুকুম মত কার্য্য করিতে লোককে উপদেশ প্রদান করেন ও গোনাহ হইতে বিরত থাকিবার জন্য নিষেধ করেন, অর্থাৎ ওয়াজ নছিহত করেন এবং স্বাধীনচেতা স্থির প্রতিজ্ঞ হইবেন।

و الشرط الخامس ان يكون صحب المشائخ الخ *

পঞ্চম শর্ত্ত, তিনি কামেল পীরের সঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার দ্বারা চরিত্র গঠন করিয়াছেন ও তাঁহার নিকট হইতে বাতেনী নূর প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উপরোক্ত শর্ত্ত সমুহ না থাকিলে, তিনি এসলাম ধর্ম্মানুযায়ী প্রকৃত পীর হইতে পারে না।

পাঠক, অবলোকন করুন যে, ফুরফুরার হজরত সাহেবের মধ্যে উপরোক্ত গুণসমুহ ছাড়া খোদা রছুল ও পীরগণ বর্ণিত আরও বহু বহু গুণ বিদ্যমান আছে, যে জন্য তিনি সহস্র সহস্র মৌলবী মাওলানা

মুফতিগণ কর্ত্তৃক এক বাক্যে হদিয়ে জামান ও কামেল মোকাম্মেল পীর বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার কার্য্যকলাপ আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ, এবাদত বন্দেগী প্রভৃতি দর্শনে কোন মোসলমানই তাঁহাকে কামেল পীর ও হাদী না বলিয়া থাকিতে পারেন না। হিংসান্ধ দল উক্ত তাপস কুল রত্নকে অপবাদ প্রদান ও খোদা রছুলের হুকুম লঙ্ঘন করিয়া কি সর্বনাশ করিয়াছে, কোরাণ শরিফে খোদাতা'লা বলিয়াছেন :—

و من يعص الله و رسوله و تعد حدوده يدخله نارا
خالدا فيها و له عذاب مهين (نساء) ★

"অর্থাৎ যে খোদারছুলের হুকুম পরিত্যাগ করিল ও তাঁহারসীমা লঙ্ঘন করিল, খোদা তাহাকে অনন্ত অগ্নিতে দাখিল করিবেন ও তাহারজন্য কঠিন শাস্তি সমুহ আছে।" হে ধর্ম্মান্ধ বেদাতি দল, যদি নিস্তার পাইতে বাসনা কর ও বেহেস্তবাসী হইতে আশা থাকে, তবে আইস, তওবা কর, যেমন আলমগিরী কেতাবে আছে :—

و يوسو بالتوبة و الرجوع عن ذلك الامر و تجديد
النكاح بينه و بين و امرأته ٥

অর্থাৎ তওবা করিয়া উক্ত কার্য্য হইতে ফিরিয়া আসিবে এবং স্বীয় স্ত্রীর সহিত নেকাহ দোহরাইয়া লইবে।

সমাপ্ত।